বগমন। পঞ্চবর্ষকালে মোরে পিতাকৈল দান। তদব
ধি আঁছিআমিপতিসন্নিধান॥ সেই কালাবধি মোরহই
তেছেমনে। কিছুনাহিজানিআমিপতিপাদবনে॥ অত
এব আমারে আরতি করতুমি। পরিক্ষাকরিয়াজল আনি
দিব আমি॥ এতযদিনন্দরাণী বলিলবচন। বৈদ্যেরম
নেতে হৈল ভাবনা তখন॥ যশদাযদ্যপিজলআনিবারে
যান। নাপারিবকরিতে মায়েরঅপমান॥ পরিক্ষাকরি
য়ে জলমাতাযদিআনে। রাধারকলঙ্কতবেঘুচিবেকেমনে
এতেকবিচারবৈদ্য করি মনেমন। যশোদারেমিষ্টি বাক্য
করেনধারন। বৈদ্য বলে মাতা তুমি পারিবেআনিতে।
কিন্তু কিছু উপকার নাহবেতাহাতে॥ মায়েতে ঔষধিদি
লেনাহি ধরেক্রম॥ বৃথা কেনআপনিকরিবেপাইশ্রম॥
ব্যাসকন বৈদ্যরূপি প্রভু নারায়ণ। অব্যর্থতাঁহার বাক্য
নাহয়খণ্ডন॥ তদবধিসন্তানে ঔষধি দলেমায়। নাহয়
রোগেরশান্তজানিবেনিশ্চয়॥ যশদাবলেনবাপতবেকি
হইবে নিতান্তকিনীলমণিপ্রাণেতেমরিবে। বৈদ্যকনজননী
গো স্থিরকরমতি। গণনাকরিয়াদেখ বুঝেকে বাসতী
গুরুরকৃপায়আমার জ্যোতিষেরগুণে। চরাচরেযতেকজানি
তেপারিগুণে॥ এতবলি গণিতেবলিল বৈদ্যবর। দ্বিজ
কহেকিবাআছেতবঅগোচর॥
 পয়ার॥ খড়িলয়েবৈদ্যবরকহেনবচন। পঞ্চমবর্ষিয়শি
শুআনএকজন॥ তারহস্তে খড়িদেব যতন করিয়া। খড়ী

ধরী সেইশীশু রহীবেবনীয়া ॥ মন্ত্রজপকরীআমিইশ্বর
ভাবেতে । উঠী বেসতীরনামশিশুরথড়িতে ॥ এতেক শু
নিয়া তবে যত গোপগণ । পঞ্চবার্ষিয় শিশু আনে একজন ॥ তা
র হস্তে খড়া তবে দিয়া ততক্ষণ । দৈবরুপিনারায়ণ জপে
নারায়ণ । এখানে শিশুর হাতে খড়ী যবে বকে । প্রথমে
র অক্ষর খড়ীতে লিখীলে ॥ আদ্যাক্ষর উঠীল বলীল
বৈদ্যবর । তাহা ধরী নাম সবে কহে পরস্পর ॥ কেহ বলে
রমাবতী কেহ বলে রতি । রঙ্গবীলাসীনা রসমঞ্জরীর ম
তী । হেনমতে রকারাদী বহুনাম লয় । বৈদ্য বলে ইহার
মধ্যে কে বে হনয় । পুনর্ব্বার জপেতে বসীলা মহাশয় । শী
শুর খড়ীতে আসী আকার যোগায় । ধকারে আকার দীলে
রাশব্দ হইল । বৈদ্য বলে আদ্যাক্ষর এবার মীলীল ॥ তবে
সবেরা আদ্যতে যত নাম জানে । রাধা বিনে নব নাম বলে বৈ
দ্যস্থানে ॥ যদা বল রাধা নাম কেন দীল বাদ । কৃষ্ণকলকী
নী বলা আছে তার বাদ এই হেতু রাধা নাম কেহ না হী কয়
এত বলী মন্ত্র জপে হয়ে একমন । ধাশব্দ আসীয় হৈল খড়ী
তে যোজন ॥ রাধা শব্দ হৈল যদা একত্রে মীলন । বৈদ্য ব
লে এইবার হৈল নারুপণ । বৃন্দাবনে কোন নারী রাধানা
ম ধরে । তাহার রূপেতে বৃন্দাবন আলো করে ॥ চন্দ্রীমা
সহাস্য দৃশ্য বীম্ব্য বীমোহীনী । দীর্ঘ কেশ মধ্যে দেশ
সুক্ষ্ম নাভিখানী ॥ খঞ্জন গঞ্জন অক্ষী পক্ষী যুক্তা তায় ।
কটাক্ষে স্বাপক্ষের রক্ষে বিপক্ষের দায় ॥ এইরূপে যেই

নারী সেইসাধ্বী সতি কেশ সেতুপারহতেতাহারিসকাত
সে রমণিকৃপা করিআনিদেয়বারি। তবেনন্দসুতেআমি
বাচাইতে পারি ॥ এতযদি বৈদ্যবরবলিলবচন। শুনি
চমকিতহৈল সবাকারমন ॥ সাধুলোকসকলেবলয়েতা
বাণী। জটিললোকেতেসবেকরেকানাকাণি ॥ কৃষ্ণকল
ঙ্কিনী রাধাজগতেঘোষণা। তাহারেবলয়েসতী কেমনগ
না যটিলা জটিলাছিলাহেটমাথা করি। রাধানামশুনি
ধনীউঠিল সিহরি ॥ অন্তরেরমধ্যেতার অধিক জলিল
ক্রোধভরেবৈদ্যবরেকহিতেলাগিল ॥ জানাগেবৈদ্যভাল
ভালতবগুণ। এবয়সেএতগুণহয়েছনিপুণ ॥ নাজানিবাঁ
চিলেকনবাড়িবেকআর। সিখিয়াছযারকাছেতারেনম
স্কার ॥ হাসিপায় লাজেমরি একথা শুনিয়া। রাধিকাহ
ইলসতীখড়িতেগণিয়া ॥ ব্রজমাঝে নারীমধ্যেকলঙ্কিনী
যেই। তোমারগণনেআজসতীহৈল সেই ॥ হেনমতে
বৈদ্যযদি নিন্দে বহুতর। ইষদহাসিয়াবৈদ্য করেনউ
ত্তর ॥ কেনগো জটিলাতুমিছলে কটুকও। মিছাবাদক
রিকেন কোন্দলবাড়াও ॥ আমিত অবোধবৈদ্যগুণহীন
অতি। আপামতোপেজলেতে আছবড়সতী ॥ যানিয়া
ছেসকলেতেতোমারযেকায। বাঁকামুখেকথাকহ নাহি
বাসলাজ ॥ এতযদিবৈদবরজটিলারেবলে। শুনিয়াতা
হারবাণী দুনাক্রোধেজলোধনা গন্ধ পেয়েযেনমনসা মা।

॥ ১১ ॥

তিল। হাতনাড়া দিয়া বৈদ্যে গালিআরম্ভিল ॥ পাড়েয়ে অশংক্ষ্যগালি মুখে যতআইসে। শুনিয়াসভাস্থ লোক সকলেতে হাসে ॥ তবেতযশোদা রাণীবিষমদেখিয়া। জটিলারহাতে ধরেআপনিউঠিয়া ॥ রাণীবলেজটিলাগো ক্ষমাকর মোরে। আমার মথারুকিরাসতত তোমারে ॥ বিপদেতেদ্বন্দকরানাহয়উচিত। নীলমণি বাঁচেযাতেকরতার হিত ॥ রাধিকাহইলেসতী ক্ষতিকি বাতায়। তোমার ঘরেরবধূ অন্যতহৈনয় ॥ এতবলিজটিলারে নিরস্ত করিয়া। রাধিকানিকটেরাণী চলিল ধাইয়া ॥ দ্বিজকবি ইত্যাদি

ত্রিপদী ॥ রাধিকা যদ্যপিসতীহরষিত যশমতী দ্রুতগতিরাধাক হেগিয়া। দুটিকরকরেদিয়ে কহেনকাতরাহয়েঃ উঠমাগো বৃকভানু ঝিয়া। তুমি ধন্য পুন্যবতীঃ বুজমাঝে তুমিসতীঃবৈদ্যরাজ গণিয়া বলিল। স্বকর্ণেতে শুনিয়াছঃ তবে কেন বসিয়াছঃকৃপাকরিউঠিতেহইল ॥ করিয়া সেত্তপরীক্ষাঃ দেখাও সতীত্বদীক্ষাঃশিক্ষাকরুক বুজেরবসতি। বাঁচাওকৃষ্ণের প্রাণঃ এবিপদেকরত্রাণঃ রাখমাগো জগতেখেয়াতি এইরূপেনন্দরাণীঃ রাধিকারে কনবাণীঃ শুনিরাধালোমাঞ্চশরীর ॥ অন্তরেহইলভয়ঃ মুখবাক্যনাফুরয়দুই চক্ষু ঘনবহেনীর ॥ মনেং রাধা প্যারিবলে কি করিলে হরি একিআর ঘটাইলেদায়। তবশোকেপ্রাণ যায়ঃ দায়েরউপরে দায়ঃ ইথে আমিকি

করি উপায়। একেকলঙ্কিনীবলেঃ তাহেযদিগিয়াজলেনে
ত্তপার হইতে নাপারি । অধিককলঙ্কহবেঃ লোকেমুখনা
দেখিবে কেমনে বাঁচিবতবেহরি ।। ত্তমিপ্রভুবিশ্বকর্ত্তা বি
শ্বের বিপদহর্ত্তা বিশ্বত্রাতাবিধাতাপ্রবর । তবপদযেইস্ম
রে তাহারবিপদহরেঃ বিপত্ত্যভঞ্জন নামধর । হাকৃষ্ণ ক
রুণ সিন্ধু জগতের প্রাণবন্ধু রাধিকাহৃদয় ইন্দুন্যাম
তোমার চরণবিনেঃ নাহিজানি অন্যজনে তবেকেনবাড়
য়ে দুনাম ।। এইরূপেরাধাসতীভাবিয়াআজলাঅতি দূ
ইচক্ষু বারিধারাবয় । হেনকালেকমলিনীঃ শুনিলেন দৈ
ববাণীঃ আরকেহশুনিতে নাপায় ।। কি কারণেভাবরা
ধেঃ ত্তমিকৃষ্ণ অঙ্গঅর্ধেঃ আদ্যাশক্তিময়িসনাতনী। কেনত
ব এতভুল ত্তমি সকলেরমূল সতী রাধা সতি পরায়ণী ।
উঠ উঠওগোপ্যারি সেত্তুরপরিক্ষাকরি যমুনা হইতেআ
নবারী । সেজলে ঔষধাগুলেথাওয়াইবা অত্তহলেঃ চেত
তন করাও তবহরি ।। এরূপ আকাশ বাণীঃ আপনকর্ন্তে
তেশুনিঃ আনন্দিত কিঞ্চিৎ হৃদয় ।তথাপিসভয়মনঃভা
বেরাধেঅনুক্ষণ। কি ঘটিতে কিজানি কিহয় ।। ভাবিয়া
চিন্তিয়াধনীঃ হৃদেভাবিচক্রপাণিঃযশদারেকনমৃদুস্বরে ।
তোমারহিতেরহেত্তপরীক্ষা লইবনেত্তঃ শেষেমমভাগ্যে
যাহাকরে ।। শুনগোতোমারেকইঃপরীক্ষাতেজয়ীহইবা
চেযদি তোমারনন্দন । তবেনে আসিবফিরেঃ নহবাযম
নানারে সেইক্ষণে ত্যজিবজবন ।। শ্রীদুর্গাপ্রসাদকয়ঃকে

নরাধেভাবভয় শ্রীচরিকেক রতেচেতন। তাহাকিভুলে
ছপ্যারি যথন অরুপাহরিরূপ ধরায়েছনিজগুণে॥ শু
নশূন ইত্যাদি

অথ শ্রীমতীরসেত্ত পরীক্ষা স্বীকার॥
ও যমুনায় গমন উদ্যোগ।

পয়ার॥ শ্রীমতীকরেনযদি পরীক্ষা স্বীকার। যশদার
আনন্দের নাহিপারাবার॥ করেতে ধরিয়ারাণীকরেন
বিনয়। উঠমাগোশীঘ্রকরি যিলম্বনাসয়। তবেতরাধি
কাসতী রাণী আশ্বাসিয়া। আপনারসথীসবেকহেন ডা
কিয়া॥ শুনিয়া সঙ্গিনীগণ আনন্দিতমন। বৃন্দাকহেবি
লম্বেতেনাহি প্রয়োজন॥ রাইবলেসঙ্গেচলযতসহচরী।
পরীক্ষাকরিব আমি কৃষ্ণনামস্মরি॥ তাহে যদিভগবা
ন করেনরক্ষণ। তবেসেআমারেপুনপাবে দরশন॥ নহে
তযমুনাজলে তেয়াগিব প্রাণ। বিদায়হইনু আমি তো
মাসবাস্থানে॥ বৃন্দাকহেকমলিনীভাব অকারণ। যাত্রা
কালেস্মর তুমি শ্রীমধুসূদন॥ কৃষ্ণনাম বলে ভবসিন্ধুহ
বপার। যমুনাহইতেপারকিভাবনাতার॥ বৃন্দেরবচনেরা
ধেহরষিতহৈয়া। উঠিলেনদ্রুতগতি শ্রীহরিস্মরিয়া॥ গু
রুজন চরণে করেপ্রণিপাত। হেনকালে জটিলাউঠিয়া
ধরেহাত॥ কোথাযাও কমলিনীনামহাসাইতে। আমি
শুনসতীঠেকিয়াছি পরীক্ষাতেযদিবলকবিরাজ করেছে
গন। সকলিঅলিকভণ্ডবৈদ্যের বচন॥ বৈদ্যনহেএই

বেটা কলঙ্কের ডালি। আসিয়াছে গোপকুলে দিতে চূনকালি ॥ কে কোথা প্রত্যয় করে ভণ্ডের বচনে। আপনার বুদ্ধি কথা আপনি সে যানে। তুমি শ্যাম কলঙ্কিনী জান তমানসে। পরীক্ষা করিতে যাহ কেমন সাহসে। পরীক্ষাতে ঠেকিলে হইবে বিপরীত। ভুবন ভরিয়া হবে কলঙ্ক বিদিত ॥ একে তোর দায়ে লোকে মুখ না দেখাই। বৈসহ পরীক্ষা করিয়া কার্য্য নাই। এত যদি জটিলা কহিল বারবার। শ্রীরাধার মুখে বাক্য নাহি সরে আর ॥ জটিলার কুবচনে পাইয়া বেদনা। বসিলেন কমলিনী হয়ে ক্ষুন্ন মনা ॥ সহজে সরোজ মুখ অমিশয় ধার। অপমান পেয়ে প্রাণে চক্ষবহে নীর। তাহা দেখি বৃন্দা দূতী অন্তরে রুষয়। জটিলার প্রতি কোপে কহিছে ভর্ৎসিয়া ॥ শুনগো জটিলা তুমি বড় বুদ্ধিমতি। চিরকাল আপনারে বলাইলে সতী ॥ রাধা কলঙ্কিনী তুমি সাধী পতিব্রতা ॥ অদ্যনে প্রকাশ সব করিল বিধাতা ॥ সে সব সতীত্বপনা হইল বিদিত। তথাপি কহিতে কথা নাহও লজ্জিত ॥ আপ্ত ছিদ্র ঢাকিয়া পর ছিদ্র চাও। পরহিংসা হেতু এত পরিতাপ পাও ॥ রাধারে বাইতে মানা কর কি কারণে। যে জন যেমন সতী জানে নিজ মনে ॥ অবশ্য শ্রীমতী রাধা সতী সারোদ্ধার। না হলে পরীক্ষা কেন করিবে স্বীকার ॥ এত যদি বৃন্দা বলে জটিলারে চেয়ে। উঠিল জটিলা ধনী অধিক জ্বলিয়ে। ক্রোধে বিন্দা সহ দ্বন্দ্ব করিতে লাগিল। তাহা দেখি নন্দরাণী প্র-

ম্বাদগণিল ॥ যটিলানিকটে গিয়া কহেনন্দরাণী। সান্ত্ব
নাকরয়ে উঠিতোমার নন্দিনী ॥ যদি রাধাপারেতবে
ইথে কিবাক্ষেতি। তোমারিশ্বরেরবধূতো মারি শূথ্যা
তি ॥ অনুমতি দেহত্তমি ডাকিয়ারাধায়। জলআনি বা
চাইয়ে আমারতনয় ॥ যশদার অনুরোধে যটিলাউঠি
য়া। বসাইলজটিলারহাতেতে ধরিয়া ॥ বিস্তারে যশদা
রাণী আপনিবসায়। এইরূপে উভয়ের দ্বন্দনিবারয় ॥
যটিলা রাধার প্রতি করে অনুমতি ॥ যদ্যপি পারহজ
লআনগো শ্রীমতী ॥ একথা শুনিয়া প্যারাহর্ষিত হইয়া
উঠিলেনপুনরায় শ্রীহরিস্মরিয়া। আগেতে প্রণামকরেয
টিলারপায় তোর পদেপ্রণামল রাণীযশোদায় ॥ তদ
ন্তে প্রণাম করিযত গুরুজন। সমযোগ্যজনে কন বিনয়
বচন ॥ যটিলারহাতে ধরিকহেনমিনতি। সবাকারকা
ছেতেচাহেনঅনুমতি ॥ সকলেসন্তোষচিত্ত করে আশী
র্বাদ ॥ কেবল যটিলামনেসতত বিবাদ ॥ হৃদয়রমধ্যে
তার রহে হলাহল। মৌখিক বচনেতথাপ ডয়েমঙ্গল ॥
এককালে সকলেতেকরে জয়ধনি। তবেত জলেতে চলে
রাধাকমলিনী।

অথ শ্রীমতীর যমুনায় গমন।

ধয়া ॥ জলেযাইশ্রীমধু সুদন। আসিয়াদাসীরেরক্ষাক
র নারায়ণ ॥ তোমারবিচ্ছেদানলে অনিবার অঙ্গ জলে
বৈদ্যবাক্য যাইজলেহরিজলের কারণ ॥ সেতুরপরীক্ষা

করি আনি পারি বারিঃ তবে সে আসিব ফিরিঃ ননেং ত্যজিব জীবন। শুন২ নারায়ণ এই মম নিবেদনঃঅন্তে যেন ওচরণ নাহই বর্জ্জন ॥

পয়ার ॥ একে২ সকলের অনুমতি লয়ে। চলিলেন হরিপ্রিয়া হরিকে স্মরিয়ে ॥ গজেন্দ্র গমনে গতি কক্ষে হেমঝারি। চৌদিগে চক্রকরি চলে সহচরি ॥ হইল অপূর্ব্ব শোভা কতকবতায়। চন্দ্রের মণ্ডল যেন ভূমেতে উদয় ॥ শ্রীমতীরমুখচন্দ্রনিন্দিশশধর। সখীগণ মুখতাহে চন্দ্রের সোসর ॥ একত্রমিলনে যেন হৈলচন্দ্রময়। হেরিয়া সকললোক অনিমিষ কহয় ॥ এমতী শ্রীমতী সতী চলেন তখন। পথ মধ্যে হয় কত শুভদরশন। দক্ষিণে গোমৃগ দ্বিজ অতি শুভকারি। বামভাগে পূর্ণ্ণকুম্ভ কক্ষে জলনারী। সম্মুখে সরোজ মুখিঁ হেরেন সত্বর। খঞ্জন বেহার করে কমল উপর। কতমত শুভ পথে দেখেকত আর। একে২ নামকত লইব তাহার ॥ শুভদৃষ্টে অতিশয় হরষিতমন। মনে২ স্মরে রাধে শ্রীহরি চরণ ॥ হেনমতে সখি সহ জানিছিরে২। কতক্ষণে উত্তরিলা যমুনার তীরে ॥ পূর্ব্ব বধি যতলোক আছিলতথায় ॥ হেরিয়া রাধারূপ সবে মোহযায়। একদীষ্টেসকলেতে নিরীক্ষণ করি। অনুমান করেসতা হবে এ সুন্দরী। এইজনহইতে পারিবেদেত্তপার। কেহবলে যে হয়দেখিবএইবার এইরূপে পরস্পরকরে কানাকানি। এথা সখি সহ কথা

কন কমলিনী ॥ বৃন্দারে চাহিয়া প্যারি বলেন সত্ত্বর শুন২ প্রিয়সখী আমার উত্তর ॥ পরীক্ষা করিব আমি কি জানি কিছয় । যদি পরীক্ষায় ঠেকি মরিব নিশ্চয় ॥ মৃত্যুকালে দেখা নাহইল কৃষ্ণ সনে । অতএব সখী আমি করিয়াছি মনে ॥ স্নানকরি পূজিব সেশ্রীকৃষ্ণ চরণ । তবে আমি পরীক্ষায় করিবগমন ॥ বৃন্দাবলে ওগো রাধাভাব অকারণ । তুমিকৃষ্ণ অঙ্গ আধা জগত কারণ ॥ সেইকৃষ্ণ সেইরাধা ইথে নাহিআন । কুরহ উচিত তবযেহয় বিধান ॥ পরীক্ষায় তোমারে কে ঠেকাইতেপারে । অসারবচন কেন ভাবিচঅন্তরে ॥ রাইবলে কৃষ্ণচন্দ্র জগতআধার অসার সংসার মাত্রহরি নামসার ॥ এতবলি ততক্ষণে নামিযমুনায় । স্নান করি বসিলেন হরির পূজায় ॥ স্নান সেতে যথাবিধি করিয়া পূজন । জপসাঙ্গ করি পরে করেন স্তবন ॥ শ্রীমতী করেন স্তুতি শ্রীহরিচরণে । শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজনে ॥

অথ শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন ॥

ত্রিপদী ॥ কাতরে কিশোরিকয়ঃ কোথা কৃষ্ণ কৃপাময় কোনহেতু হৈলে অচেতন । কেবুঝে তোমার কম্ম তুমি জ্ঞান তবমর্ম্মঃ সর্ব্বঘটে তুমি সচেতন ॥ তবেকেন হেন ভাবঃ ভাবিয়া নাপাইভাবঃ তবভাবনা অনীত । তুমিহে চৈতন্যরূপঃ চিদানন্দচিৎস্বরূপ চিদাভাষচিদা অনিশ্চিত । পরমপবিত্রবিভুপ্রকৃতির পরপ্রভুঃপরম আত্মাপূর্ণি

ক্লাকার। লীলাহেতু অবতরি; প্রকৃতি আশ্রয় করিঃ হইয়াছ আপনি সাকার ॥ নিত্যানন্দ তুমিশ্যামঃ নিত্যদেহ নিত্যনাম; নিত্য২ তবধাম বিন্দাবন ॥ নিত্য রাধা করি মারেঃ নিতরূপ প্রেমভরেঃ নিত্যভাবেকরেছবন্ধন ॥ নিত্ত বাক্যেনরহরি; বলেছনিশ্চয়করিঃরাধাছাড়ানা হওকথন। নিত্যসুখ বৃন্দাবন; নাহিছাড় একক্ষণঃ তবে কেন হইল এমন ॥ তোমার বিচ্ছেদবাণেঃ বিদগ্ধহতেছি প্রাণে;বিহিত বুঝিতেকিছুনারী । বিশ্বাসিয়া বৈদ্যবাণীঃ বিষমপরীক্ষা মানি আসিয়াছি লইবারে বারি । কিন্তুমনেকারভয়ঃ কিঘটিতে কিবাহয় কলেবর কাঁপেভাবনায়। জটিলাকরেনদোষী কালকলঙ্কের ফাঁষিসদাদেয় আমারগলায় ॥ সেমোরকলঙ্কনয় জন্মে২ যেনরয়ঃ কালাপরিবাদ নিত্যভাবে। কালার চরণেমনেঃ রহেযেনপ্রতিক্ষণঃ ক্ষণেকনারহেঅন্যভাবে শুন ওহে কালাচাঁদশীরেধরিতববাদ তাহেকিছুভয়নাহিমনে। পরীক্ষায় ঠেকিযদি লোকে করে অপবাদী অপরাধীহবওচরণে ॥ এইহেতুনিবেদনতবপদে নারায়ণ যদি ভালবাস দাসীবলে। তবরূপকালশশি ছায়ারূপেগুপ্তে বসিদেখাদেহ যমুনারজলে ॥ অ জ্ঞ কর আখিঠারে যাইআমি সেতুপারেওচরণেকরিয়া প্রণাম। পরীক্ষ য়উত্তরিয়াযমুনারজলনিয়াতোমার চেতনকরি শ্যাম ॥ আশুআজ্ঞাকরহরি

বিলম্ব হইতে মরি বিচ্ছেদেতে প্রাণ বাহিরায়। এইরূপে রাধা সতী কৃষ্ণের করেন স্তুতি কৃষ্ণচন্দ্র হইলা উদয় ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয় রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নয় একতনু একসে জীবন। লীলা হেতু অবতার লীলা করে অনিবার ভাব মন যুগল চরণ

অথ শ্রীকৃষ্ণের ছায়ারূপ।

লঘু ত্রিপদী। শ্রীমতীর স্তুতি জানিয়া শ্রীপতি উঠিলা গভ গণ স্থলে। অলক্ষিতে রয় কেহ না দেখয় ছায়া লাগে আসি জলে। যথায় কিশোরি যোগাসন করি স্তবেতে মগন মন। তাহার উপরি রহিলো শ্রীহরি ছায়া হইল দরশন ॥ দেখিয়া সে ছায়া নন্দসুত জায়া। প্রেমভাবে সমাকুল। ব্যাস বিরচন ছায়ার বর্ণন কায়া ছায়া সমতুলা কিবা মনোহর শ্যামল সুন্দর নবিন নীরদ নিভা। নিন্দি নীলোৎপল চরণ যুগল নিরেতে অধিক শোভা ॥ কটি বেড়া ধড়া শীরে শোভে চূড়া তথায় ময়ুর পাখা। কিবা সে উজ্জলা কিবা বামে হেলঃ রাধা নাম তাহে লেখা শ্রীমুখমণ্ডলঃ চন্দ্র নির্মল শত ধারে সুধা ক্ষরে। রাধার নয়ান চকোরী সমান অনিবার পান করে ॥ ভালে শোভে ভাল তিলক উজ্জল গজমতি কাণে দোলে ॥ কিবা সে কিরণ তড়িত যেমন খেলিছে মেঘের কোলে ॥ গলে পুষ্প হার কিশোভা তাহার কৌস্তুভ সহ বিরাজে। বলয় কেয়ুর রতন নূপুর কর পদে ভাল সাজে ॥ কিবা সে বরণ রমণীর মন করেতে মোহন বাশী যে রূপ হেরিয়া সকল ত্যজিয়া ব্রজাঙ্গনা হৈল দাসী ॥ ভাবের ভঙ্গিতেন

মন ইঙ্গিতেরাধারেচাহিয়াহাসে ॥ তরঙ্গতরলেপবনছি
ল্লেহেলেদোলে কিবাভাসে ॥ হেরিয়াকিশোরীভাবে
তেপাশরিধরি২ মনেকরে। ধরিবারেচায় অন্তরেতেধায়
তরঙ্গলহরিভরে ।এইরূপেভাসে;ক্ষণে কাছেআসেকরে দূ
রগতি। কতভাবেথেলে যমুনাশলীলে রাধাসহ রাধাপ
তি ॥ তবেকতক্ষণে রাধাপেয়ে জ্ঞানে ভাবেন বাঞ্ছাপু
রীল। ছায়ারূপেহরি আসি দয়াকরিআমারেদেখাযে
দিল ॥ ভাবিকমলিনীহয়েযোড়পাণি প্রণামকরেনভবে
হরিদয়াময় আথিঠারে কয় মনোবাঞ্ছাসিদ্ধিহবে ॥ শ
ঙ্কত বঝিয়াঅহ্লাদে পুরিয়া পুন করিপ্রণিপাত॥ চলি
লা ত্বরিতেপরীক্ষা করিতে বৃন্দারধরিয়া হাত॥ দ্বিজব
রভাষে: মনের উল্লাশে শ্রীমতীরপদ রজে। বিলম্বকরণা
ওগোচন্দ্রাননা: কৃষ্ণ শোকে বুজ মজে॥

অথ শ্রীমতীর সেতু পারহওন।

ধুয়া॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণকেশব। কালভয় অন্তকারী
কিশোরী বহব॥

পয়ার॥ সখী করে ধরি প্যারী গিয়া সেই স্থানে। হে
রিয়াআশ্চায্য সেতুচমৎকার মানে॥ কেশসেতুবিদ্য
মানে:কেশবভাবিনী। করযোড়করিকিছু কহেনকাহিনী
শুন২ ওহে সেতু তুমিধর্ম্মময়। তব পরীক্ষাতে পাপ প
ণ্য প্রকাশয়॥ তোমার মহিমা আমি কিবলিতে পারি
রহেঅবলাজাতিতাহেগোপনারী।এইনিবেদনকরিতো

মারবিদিতাযদি মোর পাপকোন থাকেব্রতি মতি । ক্লো
নপাপনাহি থাকেযদিহইসতীতবে তুমি কেশসেতুবজ্র
সমহও । আপন মহত্ত্ব তব আপনি দেখাও ॥ এতবলি
কমলিনী সেতু প্রণমিয়া ॥ শুবর্ণের হেমঝারি কক্ষেতেল
ইয়া । গজেন্দ্রনিন্দিয়া অতি ধিরে২ গতি । সেতুর উপ
রে পদ তুলেদিলা সতী ॥ প্রথমেতেবামপদযেমনতুলি
ল । একদৃষ্টেলোক সবে চাহিয়ারহিল ॥ সতীপরসনে
সেতুবজ্র সমহয় ক্রমেতেদক্ষিণ পদআরোপীলাতায় ॥
কেশসেতুবহিয়া চলিলাচন্দ্রাননা । চমৎকার মানিসবে
করে জয়ধ্বনি ॥ হেরিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম করে কোলাহল । জ
য়২ শব্দে হয়মহাউত্তরোল ॥ আনন্দেহইয়া ভোররাধা
গুণ গায় । কেহনাচে কেহহাসেকেহবাবাজায় ॥ তবল
মাদল খোলকরতালকাঁশি । শিঙ্গাভেরীতুরীশংখঘণ্টা
বীণা বাশী ॥ অধিকঅধিকবাদ্যকেকরে গণন । যেরূপআ
নন্দতথা অসাধ্যবর্ণন ॥ স্বর্গে দুন্দুভিবাদ্যকরে দেবগ
ণ । শ্রীমতীরশিরেকরে পুষ্পবরিষণ ॥ আকাশ হইতেপ
ড়ে অনিবার ফুল । ফুলেতে হইলপূর্ণ যমুনার দুকূল ॥
পারিজাত মালাপড়ে রাধিকারগলে । বিবিধ সুগন্ধিফু
ল পড়েব হুমূলে ॥ মণ্ডিতমালতীমালে হৈলমৌলিস্থ
ল । চরণকমলেপড়ে অমলকমল ॥ সেতুপরে স্বর্গ ফুলে
রাধিকাশোভিল । কমল কাননে যেনকমলা উরিল ॥ চঞ্চ
ল চরণেপ্যারী চলে অনিবার । যমুনাহইল পার একশ

তিবারপারছিল বৈদ্যবরবাণী। শতবারপারহৈলরাধা বিনোদনী ॥ তবে সেত্তহৈতে রাধানামিয়াত্বরিতে। লইলা যমুনাজলপুরিয়া ঝারিতে ॥ কক্ষেকরি সেইঝারিচলিলাসুন্দরী ॥ চারিদিগে ঘেরিয়াচলিললহরি ॥ আনন্দেতে উত্তরিল নন্দের ভবন। দেখিধন্যং শব্দকরে সর্ব্বজন ॥ মতান্তরেরজন আনেসহস্রঝারায়। মুক্তাবলিমতে কেশসত্ত পার হয় ॥ সেমতেএমত কিছু নাহিভাবআন। সতীত্বপরীক্ষা মাত্র উভয়ঃ মান ॥ যদিবল দইমত্ত দেখিশাস্ত্রমতে। কিবাসত্যং কিবামিথ্যা বুঝিবেকিমতে উভয়ত সত্যজ্ঞানাকিছুমিথ্যা নয়। কল্পেং রাধাকৃষ্ণ অবতার হয় ॥ যে কল্পে যেমনরূপেখেলে নারায়ণ। যোগেতে জানিয়া শাস্ত্রে লেখে ঋষিগণ। অতএব ঋষিবাক্য কভু মিথ্যানয়। এক্ষণেশুনহপুনযেরূপ তথায় ॥ রাধাসতীবলে সবে করে নমস্কার। বৃন্দাবনেরাধাসম সতী নাহিআর ॥ রাধাকলঙ্কিণী সদা বলিত যাহারা। সতী বলি আসিয়া প্রণাম করেতারা ॥ সেইহৈতেঘুচেগেলকলঙ্কিনীনাম। তারকিকলঙ্কথাকেহু দ যারশ্যাম ॥ রাধাসতীবলে হৈল গেল ঘোষণা। অতঃপর শুন সবে শ্রীহরি চেতনা ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের চেতন।

পয়ার ॥ জললয়েরাধাসতী যদ্যপি আইল। দোড় খুলিকবিরাজ মহে বধিদিল। শ্রীমতী ঔষধিলয়েকরিয়া

যতন। স্বর্ণথলে সেইজলে গুলে ভক্ষণ ॥ ভক্তিভাবে স্বর্ণ থল ধরি মনোসুখে। শ্রীমতী ঔষধি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে ॥ জিহ্বায় ঔষধিপড়ি প্রবেশে গলায়। গলাঅধঃ ক্রমে হয়ে উদরস্থ হয় ॥ যেইমাত্রে উদরস্থ ঔষধি হইল। পাশমোড়া দিয়া হরি অমনি উঠিল নিদ্রিত বালক যেন আছিল শয়নে। নিদ্রাভাঙ্গি চাহে যেন অলশনয়নে উঠিয়াবসিল তবে নন্দের গোপাল। আনন্দে ভাসিল গোপ গোপিনী গোপাল ॥ সখাগণ সুখী সুখী অগ্রজ বলাই। ব্রজপুরে আনন্দের পরি সীমা নাই ॥ অন্য২ যতলোক আছিলতথায়। কৃষ্ণের চেতনে সবে আনন্দ হৃদয় ॥ নিঃসন্দেহ হয়ে তারা নিজ ঘরে গেল। নিজ২ বন্ধুবগ নিকটে রহিল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র দুইকরে চক্ষুকচালিয়া আস্তেব্যস্তে দেখিছেন চৌদিগে চাহিয়া ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কৃষ্ণপদে যাচে সার। শিশু গোবিন্দের ভাবে চাহ একবার ॥ ❀ ॥

অথ যশোদার কোলে রাধাকৃষ্ণের
নবনীত ভোজন ॥

পয়ার ॥ উঠিয়া বসিল যদি নন্দের তনয়। নন্দ২র ণী মৃতদেহে প্রাণপায় ॥ তবে যশমতি অতি ত্বরিতে উঠিয়া। রাধারে করয়ে কোলে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ॥ রাধা হৈতে যশোদা পাইল কৃষ্ণধন। বাড়িল অধিক স্নেহ রাধারে তখন ॥ ক্ষীরসর নবনীত নানাবিধ আনি। যত

নে রাধার করে দেয় নন্দরাণী । খাও খাও বলিয়া মা
থার দিব্যদেয় । রাধাভাবে এআবার ঘটিল কিদায় ।।
কৃষ্ণের প্রসাদ নহে এইনবনীত । আহার করিতে আগে
নাহয় উচিত ।। রাধারজানিয়া মনশ্রীহরিতখন । পাতি
লা অপূর্ব্ব মায়া অপূর্ব্ব কথন ।। ঢুলং চক্ষে হরি চারি
দিগে চায় । জননীর কোলেরাধা দেখিবারে পায় ।। বা
লকের দ্বভাবে রুষিলা নরহরি । আছাড খাইয়া পডে
আত্মনাদ করি ।। মায়ের কোলেতে দেখি অন্যের সন্তা
ন । রোদন করিয়া কৃষ্ণ গডাগডি যান ।। তাহাদেখিনন্দ
রাণী আসিয়া তরায় । দক্ষিণ কক্ষেতে তুলিলইলা তনয়
বামকক্ষে রাধাশোভে দক্ষিণে শ্রীহরি । যশোদার কো
লে কিবা যুগল মাধরি ।। তদন্তে শুনহ হরি করিলা যে
মন । রাধা করে নবনীত করি দরশন ।। ক্রোধভরে থাবা
দিয়া কাডিয়া লইল । আপনার বদনেতে দুইহাতে দিল
কিকরং কৃষ্ণ বলে নন্দরাণী । কাডিয়া লইলে কেন রাধা
র নবনী ।। রাধাহৈতে রে আজি পাইয়াছি কোলে ।
এতক্ষণ নীলমণি ছিলেকোনস্থলে ।। কিছু খাও কিছু দেও
রাধারে আমারে । তোমারে নবনী আমি দিবরে আবা
র ।। মায়ের বচনে হরি ঈশদহাসিয়া । মুখেহৈতেদিলা
কিছু বাহির করিয়া ।। আপনি রাধার করে দিলা নারা
য়ণ । হস্তপাতি রাধা সতী লইলাতখন ।। কৃষ্ণের প্রসাদ
দ্রব্য ত্যজিবে কেমনে । হেটমুখে কমলিনী দিলেন বদ

নে। যশোদার কোলে রাধা কৃষ্ণের ভোজন স্বর্গে থাকি ধন্য২ করে সুরগণ ॥ বিধিবলে কতপূণ্য যশদার ছিল এই হেতু রাধাকৃষ্ণ কোলেতে ভূঞ্জিল ॥ হেনমতে জনে জনে কহে দেবগণ। দ্বিজ কহে যথা মুনিব্যাসের বচন ॥

অথ বৈদ্য বিদায় ও কলঙ্ক ভঞ্জন ॥

সমাপ্তঃ ॥

ত্রিপদী ॥ রাধাকৃষ্ণ হৃষ্টমনেঃ থাকি যশোদার কোলেঃ নবনীত করিয়া ভোজন। তদন্তরে রাধাসতী; প্রণমিয়া যশোমতীঃ নিজগৃহে করিলা গমন ॥ তবেত যশোদা রাণীঃ কোলে করি নীলমণিঃ বৈদ্যকাছে উপনীত হন। করেন বিনয় যতঃ সে কথা কহিব কতঃ করযুত সজল নয়ন ॥ এথা নেতে নন্দঘোষ; বৈদ্য করিতে সন্তোষঃ দান দ্রব্য ভাবিয়া নাপান। কৃষ্ণে প্রাণ দিল যেই; তারে কোন দ্রব্য দেই, ত্রিভূবনে কিবা হেনদান ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরঃ উপায় না পায় স্থিরঃ কিশে রহে বৈদ্যের সম্মান ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধনঃ আনে রত্ন অভরণ; স্তুপে২ পর্ব্বত প্রমাণ ॥ যতছিল ঘরে তারঃ আনে সব ভার২ অপ্রমিত সীমাদিতে নাই। রথ যান হয়হাতীঃ আনিল বিবিধ জাতি লক্ষ আনে দুগ্ধবতীগাই ॥ বিচিত্র বসন সারঃ আনিয়া বিবিধাকারঃ স্তুপে২ রাখিল যতনে। নন্দঘোষ ধন আনেঃ নন্দরাণী ভাবে মনেঃ আমি কিবা দিব এই ক্ষণে ॥ ব্রজরাজ ধনবান; দিবে বহুধনদানঃ নারীজাতি

কোথা পাব ধন। যেই দিলা পুত্রদানঃ তারে কিবা দিব দানঃ কিবা আমি করিব এখন ॥ একথা কাহারে কবঃ মা হয়ে কেমনে রবঃ বৈদ্যকহে জননী পাষাণী। এতভাবি নন্দরাণীঃ দুইচক্ষে পড়ে পাণিঃ খিদ্যমানা অঙ্গন পরাণি ॥ তবে কতক্ষণে ধনীঃ মনেতে উপায় গণিঃ স্নেহে করে খাদ্য আয়োজন। দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানাঃ দুগ্ধের সামগ্রী নানাঃ ক্ষীর শর নবনী মাখন ॥ লাড়ু কলা ফলমূলঃ সুমিষ্ট রসাল জলঃ আনে রাণী যত কিছু পায়। সন্দেস অনেক মতঃ নাম তার কব কতঃ যত২ আছে উপাদেয় ॥ হেন মতে বহুমতঃ আহারীয়ঃ দ্রব্য যতঃ আয়োজন কৈল নন্দজায়া। ভাবে রাণী বৈদ্যরায়ঃ কৃপাকরি কিছু খায়ঃ তবে মোর সফল একায়া ॥ দেখিয়া রাণীর ভাবঃ বাড়িল বৈদ্যের ভাবঃ মনে২ বাখানে আপনি। ধন্য২ রাণী গুণঃ ধন্য স্নেহ সুনিপুণঃ এত গুণ হয়েছ জননী ॥ ধন্য গো যশোদা মাইঃ তবগুণ সীমা নাই স্নেহ ভাবে কিনিলা আমায়। যদি জন্ম হয় আর জন্মে জন্মে বার২ যেন পাই জননী তোমায় ॥ বৈদ্য এত ভাবে বসিঃ হেনকালে নন্দ আসিঃ করযোড়ে করে নিবেদন। বিনয়েতে নন্দ কয়ঃ শুন২ মহাশয়ঃ আমি দীনহীন অভাজন ॥ সহজে গোয়ালা জাতিঃ নাহি জানি স্তুতি নতিঃ কি করিব তোমার পূজন। নিজ গুণ কৃপাকরিঃ বাচাইলে প্রাণহরিঃ তব যশ

ব্যাপিল ভূবন ।। তুমি দিলা কৃষ্ণধনঃ তোমারে কি দিবধ
ন হেন ধন কি আছে আমার। করিলে যে উপকারঃতো
হা কি বলিব আর; সুধিতে নারিব তব ধার ।। তবে যে
কিঞ্চিৎ হয়ঃ তব উপযুক্ত নয়ঃ সম্মুখেআনিতে আমিড
রি। অতিশয় অল্প জ্ঞানে; ঘৃণা না করিয়া মনেঃনিতে হ
বে অনুগ্রহ করি ।। বৈদ্যবলে মহাশয়ঃ কতকর সবিনয়ঃ
আমি তব পুত্রের সমান। আনিয়াছ বহুধন; বহুমূল্য এ
রতনঃ এতদ্রব্য নহে অল্প জ্ঞান ।। তবে যে তোমারে ক
ই; ধনের বাঞ্ছিত নই; স্নেহ মাত্র রেখ পূত্রভাবে। আমি
বশীভূত ভাবে; যেমন যে ভাবে ভাবেঃ বশীভূত থাকি
তার ভাবে। ধনকড়ি নাহি চাইঃযথা ভাব তথা যাইঃভা
ব ভরে ভ্রমি দ্বারে২। যেমন অভাব করে; নাহি যাইতা
র ঘরে; ভাব বিনে না পায় আমারে ।। তুমি অতি শুদ্ধ
মতিঃ ততোধিক যশোমতি; স্নেহভাবে হয়েছি সন্তোষ।
ধন কড়ি তোল ঘর; আমি তব নহি পর; ইথেকিছু নাহি
ভাব দোষ ।। স্নেহকরি নন্দরাণীঃ আনিয়াছ ক্ষীর ননীঃ
কিছু দেহ করিব ভক্ষণ। এতবাল বৈদ্যবর বাক্যে তুষি
ব্রজেশ্বর; ক্ষীর শর খায় ততক্ষণ ।। তবে হৈল অন্তর্দ্ধান;
কেহ না দেখিতে পান; কৃষ্ণাঙ্গেতে অঙ্গ মিশাইল। সবে
বলে এই ছিল; ক্ষণমাত্রে কোথাগেল; অনুমানে ইশ্বর জা
নিল ।। হেনরুপে রাধাকান্তঃ রাধার কলঙ্ক অন্তঃ অবহে
লে করিলা তথায়। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ গায়ঃ কলঙ্ক ভঞ্জন স্রা

মজমন রাধাকৃষ্ণ পায় ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥
পয়ার ॥ এইরূপে শ্রীমতীর কলঙ্ক ঘুচায়ে। আছেন
আনন্দময় আনন্দিত হয়ে ॥ সূর্য্য গেলা অস্তাচলে আ
ইল রজনী। দেখে হরষিত হইলা প্রভু যদুমণি ॥ নিদ্রা
গেল পুরবাসী নিশী ঘোরতর। নিকুঞ্জ কাননে কৃষ্ণ চলি
ল সত্বর ॥ বাসর সাজায়ে বসি রাধাবিনোদনী। হেনকা
লে উপনীত হৈলা চক্রপাণী ॥ কৃষ্ণে দেখি কমলিনী উ
ঠিয়া সত্বরে। সমাদরে বসাইলা সিংহাসনোপরে ॥
নানাবিধ মিষ্ট অন্ন করি আয়োজন। শ্রীকৃষ্ণেরে ষড়রসে
করান ভোজন ॥ ভোজনান্তে তাম্বূল যোগায় সখীগণ।
মুখশুদ্ধি করি হরি বসিলা তখন ॥ বামভাগে বসিলেন রা
ধা বিনোদিনী। শোভিত হইল যেন মেঘে সৌদামিনী ॥
তাহা দেখি সখিগণ আনন্দিত হয়ে। রাধাকৃষ্ণে সাজা
ইল নানাফুল দিয়ে ॥ চারিদিগে সহচরী চামর ঢুলায়
তাহাতে আনন্দ বড় পাইল যদুরায়। তবে হরি শ্রীমতী
রে কহেন বচন। আজিহৈতে হৈল তব কলঙ্ক মোচন ॥
যতেক রমণী করে ব্রজেতে বসতি। সকলের মধ্যে ধন্যা
তুমি রসবতী ॥ কহ২ প্রিয়া মোরে স্বরূপ বচন। এক্ষ
ণেতো সন্তোষ হয়েছে তব মন ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী ক
হেন শ্রীমতী। তার কি ভাবনা নাথ তুমি যার পতি ॥ তু
মি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। তব দেহে নিবসয়ে
যত চরাচর ॥ তোমার মায়াতে মুগ্ধ এ তিন সংসার।

তব দয়া বিনে কেহ না হয় উদ্ধার ॥ কহ দেখি রাধাকা
ন্ত স্বরূপ বচন। কি করিলে পায় তব ও রাঙ্গা চরণ ॥
গোপী প্রতি অনুগ্রহ যদি তব হয়। যোগতত্ত্ব কহ কিছু হ
ইয়া সদয় ॥ পুনঃ২ ইতি

পয়ার ॥ কিশোরির কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ। তুষ্ট হ
য়ে কহিছেন কমল লোচন ॥ শুন শুন গুণবতী হয়েসা
বধান। শাঙ্খ্যযোগ মতে কহি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥ স্বকর্ম্মে
র ফল ভোগ করণ কারণ। দেহী হয়ে দেহ যেই করয়ে
ধারণ ॥ অবস্থা প্রভেদে তাহে ঘটে কত যোগ। বাল্য যু
বা বৃদ্ধ জরা শরীরে সংযোগ ॥ সেদেহ পতন পরে প্রা
ণি দূরে যায়। তাহে যে না করে শোক সাধু বলি তায়
বিশেষত সুখ দুঃখ সম তার জ্ঞান। সেজন পরম প্রাজ্ঞ প
ণ্ডিত প্রধান ॥ ক্ষণ ধ্বংশী শীরের বৃথা অভিমান। ত্বক
অস্থি মেধ মাংস শোণিত নির্ম্মাণ ॥ সদা অপবিত্র মা
ত্র হয় এই দেহা মায়া মুগ্ধজন গণ ভ্রমে করে স্নেহ ॥ অ
নিত্য সংসার জাল কিছু কিছু নহে। মিছা লোক মায়া
য় আমার বলি কহে ॥ পিতা মাতা ভগি ভ্রাতা বন্ধু দা
রাসুতা কেহ কার নয় সব শোকাকর সুত্র ॥ মহা মোহে
জীব চক্ষু সত্ত্বে অন্ধ হয়ে। প্রপঞ্চ ভূতের ভার মরে শীরে
বয়ে ॥ ক্রমে কাল ক্রমে কাল পূর্ণ যবে হবে। বন্ধুবর্গ প
রিবার কেবা কোথা রবে ॥ নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারম
য়। জন্মিলে মরণ আছে নাহিক সংশয় ॥ মরিলে পুন

শ্চ জন্ম করিয়া গ্রহণ। গর্ব্ববাসে নানা ক্লেশে করয়ে ভ্রমণ ॥ পুনরায় মৃত্যু পুনঃ হইবে জনম। না বুঝিয়া মর্ম্ম জীব শোকে অচেতন ॥ জীর্ণবস্ত্র যেমন ত্যজিয়া গৃহীগণে। নূতন বসন পরে আনন্দিত মনে ॥ সেইরূপ জন্ম মৃত্যু বিধির বিধান। এক দেহ ত্যজি আত্মা অন্য দেহে যান ॥ জলালী চক্রের ন্যায় গতায়াত করে। মূর্খলোক ইহাতে বিষাদ ভাবি মরে ॥ আত্মার বিনাশ নাই জানিয়া নিশ্চয়। বিজ্ঞলোক শোকাচ্ছন্ন কখন না হয় ॥ স্থির ভাবে লাভালাভ সমকরে জ্ঞান। সুখ দুঃখ দয়াপর তুল্য মানামান ॥ শীত উষ্ণ সমভাব ভাবয়ে যেজন। যথা বিধি ইন্দ্রিয়ের করয়ে দমন ॥ সে হয় পরম সাধু বিজ্ঞ মহাজন। চরমে হইবে প্রাপ্ত আমার চরণ ॥ বিষয়ে আকৃষ্টমন নাহয় যাহার। স্বয়ং সন্তোষে থাকে আনন্দ অপার ॥ স্পৃহা দ্বেষ হিংসা লেশ করয়ে বর্জ্জন স্থির প্রাজ্ঞ বলি তারে কহে জ্ঞানি গণ ॥ পাইলে প্রচুর ক্লেশ না হয় দঃখিত। ইচ্ছাযোগে সুখ ভোগে নহে আনন্দিত ॥ পাপপুণ্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম সম বোধ করে। পুত্রপরিবারে স্নেহ নারাখে অন্তরে ॥ স্বভাব বশত জন্ম অঙ্গে আপনার। হস্ত পদ মস্তক লুকায় যে প্রকার ॥ সেইরূপ জ্ঞানবান মনুষ্য সকল। বিষয়ে বিরত যথা পদ্মপত্রের জল ॥ আত্মতত্ত্ব যোগে জ্ঞান করে আচরণ। দেহান্তে আমারে পায় নিশ্চয় কখন ॥ কর্ম্মজন্য ফলাকাঙ্ক্ষা

ত্যজিয়া ধীমান ॥ আমার প্রীতার্থে করে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কাম্য কর্ম্মফল ভোগ করিতে না চায়। অন্তিম সময়ে সেই মম পদ পায় ॥ জ্ঞানির বিষয় বৈরি হয় অভিলাষ। না দেয় বিবেক জ্ঞান হইতে প্রকাশ ॥ অতএব আশা ত্যাগ করিয়া যেজন। কর্ম্মফল আমারে করয়ে সমর্পণ জন্ম মৃত্যু বন্ধন কাটিয়া অনায়াসে। সেজন বিমুক্ত হয় ভোগ মায়াপাশে ॥ যোগ বিবরণ এই কহিলাম ধনী। আর কি কহিব প্রীয়ে বল দেখি শুনি ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ ভাবি শ্রীকৃষ্ণচরণ। মুক্তাবলি গুচ্ছঃ করিলা রচন।

অথ সদসত সঙ্গের প্রসঙ্গ।

পয়ার। শাস্ত্র্য যোগ বিবরণ শুনিয়া শ্রীমতি। কহিছেন কৃষ্ণ কাছে করিয়া মিনতি ॥ কহিলে শুনিনু নাথ যোগ পরায়ণ। সদসতসঙ্গের ফল কহ নারায়ণ ॥ হইলে অসৎসঙ্গ কিবা দোষ ঘটে। কিবা ফলোদয় হয় সতের নিকটে ॥ আমরা অবলা নারী কিছুই না জানি। অনুগ্রহ করিয়া বলহ চক্রপাণি ॥ তোমার বদন বিগলিত বাক্য সুধা। শ্রবণে ঘুচিবে চিত্ত চকোরের ক্ষুধা ॥ রাধিকার বিনয় বচন শুনি হরি। কহেন করুণাময় ঈষদ্ধাস্য করি ॥ শুন প্রিয়ে চারুশীলা সদসত সঙ্গ। বিস্তারিয়া কহি যথা পুরাণ প্রসঙ্গ। বিস্তারিয়া কহি যথা পুরাণ প্রসঙ্গ ॥ মম পূজা নিত্য করে কৃষ্ণবলে ডাকে। নিতান্ত আমার ভাবে মগ্ন হয়ে থাকে ॥ তীর্থপর্য্যটন তীরে

স্নান করে সুখে। মিথ্যা কথা কল্লুনা নাহিক কহে মুখে
অতিথী সেবায় অতিশয় অনুরক্ত। দেব দ্বিজ শ্রীগুরু
চরণে প্রিয়ভক্ত॥ পিতা মাতাপ্রতি ভক্তি রাখে মান্য
মান॥ অকাতরে জ্ঞাতিগণে করে অন্নদান॥ জগতের
হীতেমন নিরন্তর রত। সকলের সঙ্গে সমভাব অবিরত
পরহিংসা নিন্দা বাদ না করে কথন। এসকল হয় প্রিয়ে
সতের লক্ষণ॥ সতসঙ্গ বাসেতে বাড়য়েধর্ম্ম অঙ্গ। অশে
ষ অনিষ্ট হয় অসতের সঙ্গ॥ ইহার প্রমাণ এক ইতি
হাস কই। মনযোগ করি শুন রাধে রসময়ি॥ আছয়ে
অবন্তীপুর সুবিখ্যাত গ্রাম। তথায় বসতি দ্বিজবরে। প
ঞ্চজনে একত্রেতে গৃহবাস করে॥ সর্ব্বশাস্ত্রে বিষারদ
নিজে বিদ্যাবান। জ্যেষ্ঠ ইদপুত্র জানি পিতার সমান॥
মাধব নামেতে তার কণিষ্ঠ তনয়। খেলায়নিমগ্ন লেখা
পড়া না করয়॥ পিতা যদি করে তারে তাড়না বিস্তর।
লুকাইয়া থাকে গিয়া বনের ভিতর॥ নিশাকালে আই
সে তার মায়ের সদন। পুত্রস্নেহে দেয় মাতা করিতে
ভোজন॥ উপবীত দ্বিজ হয়ে সন্ধ্যা নাহি করে। দিবসে
মারিয়া পক্ষী আহ্লাদের ভরে॥ এরূপে বেড়ায় নিত্য
ব্রাহ্মণ কুমার। দেখিয়া বিষম ক্রোধ হইল পিতার॥
ব্রাহ্মণীর প্রতি দ্বিজ কোপেতে কহিল। এমনদুরাত্মা
পুত্র কেন না মরিল॥ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যবে আসিবে নি
শিতে। অন্ন নাহি দিয়া তারে পাংশু দিও খেতে॥

শুনিয়া স্বামীর আজ্ঞা ব্রাহ্মণ রমণী। বাক্যালাপনা করিয়া রহিল অমনি ॥ ক্রমেতে দিবস গত সন্ধ্যাকাল হয়। হেনকালে উপনীত ব্রাহ্মণ তনয় ॥ আসিয়া মায়ের কাছে কান্দিয়া কহিছে। অন্ন দে মা খেতে অন্ন ক্ষুধা য় দহিছে ॥ চক্ষে না দেখিতে পাই কর্ণে নাহি শুনি। ভোজন করায়ে প্রাণ রাখ গো জননী ॥ তবেত ব্রাহ্মণী অন্ন আনিয়া যোগায়। স্বামী আজ্ঞা হেত্ত কিছু পাংশু দিল তায় ॥ দেখিয়া বলয়ে শিশু কি দিলে খাইতে। মা হয়ে কি সন্তানেরে পাংশু হয় দিতে ॥ ব্রাহ্মণী কহিল বাছা শুন বাপধন। পিতৃআজ্ঞা না শুন না কর অধ্যয়ন ॥ একারণ তব পিতা ক্রোধাবিষ্ট রিতে। আজ্ঞা করিলেন মোরে পাংশু তোরে দিতে ॥ স্বামীর বচন আমি লংঘি সাধ্য নাই। একপাশে কিঞ্চিৎ দিয়াছি তাই ছাই ॥ অদ্যাবধি রাখ পুত্র আমার বচন। খেলা ত্যজি ঘরেকর লিখনপঠন ॥ শুনি শিশু জননীরে কিছু না বলিল। ভস্ম ফেলে দিয়ে অন্ন ভোজন করিল ॥ অমানে নিশিমানে বনে প্রবেশিয়া। নিবীড় কানন মাঝে উত্তরিল গিয়া ॥ বৃক্ষোপরে উঠিয়া রহিল সারারাত্র। মনদুঃখে নয়নে নির্গত নীরমাত্র ॥ প্রভাত হইল নিশি রবির উদয়। বৃক্ষ হৈতে নামিলেক ব্রাহ্মণ তনয় ॥ পূর্ব্বমুখে সত্বরে চলিল অতিশয়। কিছুদূর সম্মুখেতে দেখে লোকালয় ॥ চণ্ডাল বসতি সেই চণ্ডালের পাড়া

অন্য জাতি নাহিক চণ্ডালজাতি ছাড়া ।। পথ সংঘটনে
দ্বিজ আইল তথায় । শোকানলে তনু জলে কি করে ক
থায় ।। কতিজন চণ্ডাল একত্র বসিয়াছে । দ্বিজসুত গি
য়ে উপনীত তার কাছে ।। গলে যজ্ঞসূত্র দেখি চণ্ডালে
র গণ । বসিবারে দিল আনি উত্তম আসন ।। প্রণাম ক
রিয়া সবে কহে সমাদরে । কি কারণ আগমন চণ্ডালন
গরে ।। দ্বিজবলে আমার বংশেতে কেহনাই । বনে২ ভ্র
মণ করিয়ে ফিরি তাই ।। পর্য্যটনে ক্ষুধায় হয়েছি অ
তি শ্রান্ত ।। কিঞ্চিৎ ভোজন দিয়ে শীঘ্র কর শান্ত ।। শুনি
য়া দ্বিজের মুখে এতেক ভারতী । কহিছে চণ্ডাল গণব্রা
হ্মণের প্রতি ।। জাতিতেচণ্ডাল মোরা হই সর্ব্বজন । কে
মনে এখানে তব হইবে ভোজন ।। ব্রাহ্মণ কহিল আর
কোথায় যাইব । এইখানে গৃহবাস করিয়া থাকিব ।। জা
তিগোত্র পরিবার নাহিকআমার । অঙ্গলেতে ভাসিয়া
ছি জাতি কোনছার ।। শুনিয়ে চণ্ডালগণ পাইলসম্প্রীত
বৈলে তুমি মো সবার হও পুরোহিত ।। যজমান হইব
তব আমরা সকলে । পরম আনন্দে বাসকর এইস্থলে ।। শ্রা
দ্ধ শান্তি ক্রিয়াকর্ম্ম বিবাহ প্রভৃতি । সকলি করাবে তুমি
যথা রীত নীতি ।। উপার্জন হবে তাহে চাল কলা বড়ি ।
দক্ষিণা বলিয়া আরো কতপাবে কড়ি ।। আমরা সকলে

দিব তোমারবিবাহ। অনায়াসেগৃহ কর্ম্মেতে নির্ব্বাহ ॥ শুনিইয়া হই এ সব কথা বিপ্রের ঈমার। চণ্ডালের পুরোহিত্য করিল স্বীকার ॥ তৃণের জটির এক বান্ধিয়াত থায়। রহিল চণ্ডাল সহ চণ্ডালের প্রায় ॥ চণ্ডালের অন্নজল করয়ে ভক্ষণ। গল দেশে সূত্রমাত্র ব্রাহ্মণ লক্ষণ ॥ চণ্ডালের ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া যাজন ২ চাল কড়িকা চা বড়ি হয় উপার্জনাএইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। চণ্ডালেরা পরামর্শ করিতে লাগিল ॥ পূর্ব্বেতে আছিল এই ব্রাহ্মণ চাওয়াল। জাতি ভ্রষ্টহয়ে হৈল দ্বিতীয় চণ্ডাল ॥ কহিয়াছি ইহার বিবাহ মোরা দিব। ব্রাহ্মণের কন্যা আর কোথায় পাইব। আমাদেরজানিতচণ্ডালী এক আছোঅলপকালে তাহার বৈধ্যর্ঘ টিআছে ॥ আনিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণের দিব বিয়া। দইজনে সুখীহবে দোঁহারে দেখিয়া ॥ মন্ত্রণা করিয়া স্থির দ্বিজরে কহিল মুক্তা লতাবলি গ্রন্থ দ্বিজ বিরচিল ॥

ত্রিপদী। যতেক চণ্ডালঃ হয়ে হামেহালঃ কহেশুন দ্বিজপুত্র। বিবাহ তোমারং দিব সারোদ্ধার; করিতেছিতা ব্রসূত্র ॥ শুনি বিপ্রবরঃ কহিছে সত্বরঃ আয়োজন কর সবে। সুন্দরী দেখিয়াঃ কন্যা আনগিয়া তবেত বিবাহ হবে ॥ এ কথা শুনিয়াঃ হরিষ হইয়া; মিলিয়া চণ্ডালগণ আনিলেক কন্যা; বিবাহের জন্যা; কিবা রূপ সুগঠন ॥

চাক জিনি কটীঃ কোটরাক্ষিদৃষ্টিঃ বরণ জলৌকা প্রায় । অঙ্গের সৌরভঃ জিনিয়া বৌরবঃ গৌরব কি কব তায় ॥ খাঁদা সে নাসিকাঃ কর্কশ হাসিকাঃ গদ্দভ ভাষিকা ধনী অন্ধ রূপ সলাঃ রূপ নিরূপমা, দিনের আন্ধারমণি ॥ বিড়াল নয়নাঃ পেচক বদনাঃ মূলাসম দন্তপাঁতি । দুটি পা পরেঃ গোদ শোভাকরেঃ গলে গলগণ্ড ভাতি ॥ বিনাইয়া বেশঃ বান্ধিয়াছে কেশঃ কিবা খোপা পরিপাটি তুলনা তাহারঃ কিসে দিব আরঃ যেমন বদরি আটি ॥ পৃষ্ঠে কুজ শোভাঃ অতি মনলোভঃ গমনে গোধিকা হারে কুম্মাণ্ড আকারঃ স্তনযুগ তারঃ দোলে আপনার ভারে ॥ চণ্ডালিনী গণঃ করিয়া বরণঃ কন্যারে ঘরেতে নিল । বিপ্রের নন্দনেঃ আনি ততক্ষণে শুভক্ষণে বিভা দিল ॥ স্ত্রী আচার আদিঃ কর্ম্ম যথা বিধিঃ করিলেক আয়ো্যা যত ॥ পরে কন্যা বরেঃ বসায়ে বাসরেঃ যৌতুক দিতেছে কত ॥ কৌতুক প্রসঙ্গেঃ নানা রস রঙ্গেঃ পরিহাস করে বরে । কেহ মলে নাক দেয় কাণে পাকঃ পরম রহস্য ভরে ॥ এই রূপে সবে মহা মহোৎসবেঃ চণ্ডাল যুবতীগণে । বাসর জাগিয়া প্রভাতে উঠিয়াঃ গেল তারা নিকেতনে ॥ তদন্তরে দ্বিজঃ লয়ে প্রিয়া নিজঃ গৃহে আসি উত্তরিল । কন্যার বদনঃ হেরিয়া তখনঃ আপনারে পাশরিল ॥ ব্রাহ্মণ যেমনঃ প্রেমিক সুজনঃ রসিক রসের ভরা । চণ্ডালী

সেরূপঃ রূপে অপরূপঃ হাঁড়িরযেমন সরা ॥ হইল মিল নঃদোঁহে বিলক্ষণঃ রতনে রতন মত । দেখিয়া দোঁহায় দোঁহে মোহযায়ঃ দোঁহেতে দোঁহায় রত । কামেহত জ্ঞানঃ দ্বিজের সন্তানঃ রহিল চণ্ডালী লয়ে দম্পতি সং যোগেঃ কাম কেলী ভোগেঃ সদা থাকে মত্তহয়ে ॥ না হক বিচ্ছেদঃ প্রেম পরিচ্ছেদঃ অভেদ প্রভেদ হীন । দোঁহে একত্তরঃ রহে নিরন্তরঃ সরোবরে যেন মীন ॥ ত্যজিয়া বিষাদঃ শ্রীদূর্গাপ্রসাদঃ ভাবি শ্রীমধুসুদন । হয়ে কুতুহলিঃ মুক্তালতা বলি; গ্রন্থ কৈল বিরচন ॥

অথ নাড়ীজঙ্ঘোপাখ্যান ॥

পয়ার ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন রাধা বিনোদিনী । রহি লেক দ্বিজপুত্র লয়ে চণ্ডালিনী ॥ কিছুকাল আমোদে তে করিল যাপন । অতঃপরে উপস্থিত অপূর্ব্ব ঘটন ॥ এক দিন চণ্ডালিনী ত্যজি লাজ ভয়া । ধরিয়া পতির গলা অভিমানে কয় ॥ দেখনাথ কেমন সুন্দরী হই আমি স্বর্ণ অলঙ্কার কিছু নাহিদলে তুমি ॥ এহেন সোণার অঙ্গে নাহি অভরণ । দেখিয়া না দেখ তুমি এ আর কেমন ॥ নবীন যৌবনমোর জলদগ্নি প্রায় । অলঙ্কার বিনা কি ইহাতে শোভাপায় ॥ রমণীর রূপ ডালি হয়ত যৌবনা ॥ যৌবন প্রদীপ্ত কারী বসন ভূষণ ॥ অতএব সকাতরে বলি প্রাণনাথ । গহণা দিবার চেষ্টা কর অচিরাত

এখন না দিলে আর সেষে কি হইব। যৌবন বহিয়া
গেলে পরে বুঝিদিবে ॥ সোণা দানা পরিব থাকিব সু
খে বাসে। তোমারে করেছিবিয়া এইঅভিলাষে ॥ তুমি
যদি নাদিলে গহনা মনমত। তবে কেন থাকিব তোমা
র অনুগত ॥ স্বর্ণ অলঙ্কার বিনা না রহিব ঘরে। তোমা
রে ছাড়িয়া আমি যাব স্থানান্তরে ॥ না হইবে তব সঙ্গে
বিহার বিলাস। অন্য পতি লইয়া করিব গৃহবাস ॥ যে
ইমাত্র এইকথা চণ্ডালী কহিল। দ্বিজের হৃদয়ে যেন শে
ল প্রবেশিল ॥ প্রিয়সীর করপদ করেতেধরিয়া ॥ তুমি
মোর প্রাণপ্রিয়া রমণী রতন। মনপ্রাণ তোমারে করে
ছি সমর্পণ। হয়েছে তোমার সঙ্গে প্রেম বাড়াবাড়ি।
মরিলেও কথন না হবে ছাড়াছাড়ি ॥ তবে তুমি ছাড
যদি হয়ে অভিমানী। নিশ্চয় কহিনু আমিত্যজিব পরা
ণী ॥ বিধি মোরে লক্ষ্মীছাড়া করিয়াছে তাই। নহিলে
কি স্বর্ণভূষা দিতে ইচ্ছ নাই ॥ যেমন রূপসী তুমি যুব
তী তেমন। সোণ র গহনা বিনা সাজে কি এমন ॥ তুমি
প্রিয়ে যেপ্রকার প্রকাশিলে খেদ। শুনিয়া আমার মর্ম্ম
হইতেছে ভেদ ॥ সপথ করিয়া কহী তোর কাছে বলি
এই আমি স্বর্ণ আনিবার তরে চলি ॥ একমাস চুপক
রে বসে থাক ঘরে। অবশ্য আসিব আমি ইহার ভিত
রে ॥ নানাদেশ দেশান্তরে করিয়া ভ্রমণ। ভিক্ষামাগে

এনেদিব সুবর্ণ ভূষণ ॥ তোমার বাসনা পূর্ণ করিব নি
শ্চয় । ইহাতে না ভাবি কিছু প্রাণের সংশয় ॥ একেলা
রহিলে গৃহে সাবধানে থেকো । প্রেমদাস বলে মোরে
মনে মাত্র রেখো ॥ চলিলাম দূরদেশে তোমার কার
ণে । প্রতিজ্ঞা আমার শুদ্ধ স্বর্ণ আনয়নে ॥ অতএব বি
নোদিনী রোষ ত্যেয়াগিয়া । অধীনে বিদায় কর প্রসন্না
হইয়া ॥ এতবলি রমণীর রাগ শান্ত করি । যাত্রাবরে
বিপ্রসূত স্মরিয়া শ্রীহরি। গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলে
যায় । ক্রমেতে চণ্ডাল পাড়া পশ্চাতে এড়ায় । ত্রপান্ত
র ছাড়াইয়া অরণ্যে পশিল । বিশ্রাম কারণে বৃক্ষতলায়
বসিল ॥ চিন্তায় আকুলচিত্ত ভাবে কোথা যাব । কাহা
র নিকটে গেলে স্বর্ণ ধন পাব ॥ কে এমন আছে মো
রে করিবে সংসার । কাহার উপরে আমি দিব এই ভার
সুসিদ্ধ হইবে কিসে মনের কামনা । সাত পাঁচ কতমত
করিছে ভাবনা ॥ উঠিয়া চলিল পুনঃবন অভিমুখে ।
সন্তাপে তাপিত তনু গাঢ় মন দুঃখে ॥ নির্জ্জন কাননে
গিয়া করিল প্রবেশ । ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় না মানে বি
শেষ ॥ চলে যেতে পথে কাটাখোচা ফোটে পায় । হোঁ
চট খাইয়া শক্ত রক্তপড়ে পায় ॥ প্রভাকর করে করে
অঙ্গ জলাতন । অন্তরে আন্তরিক চিন্তা দহে মন বন ॥
কোথায় কিছু ঠাহরিতে নারে ॥ কাননে ভ্রমণে ক্ষুধা

ধাড়িল দ্বিগুণ। সদত যন্ত্রণা যাবে বিধাতা বিগুণ ॥ অস্তাচলে গমন করিল দিবাকর। সম্মুখে দেখিল এক উচ্চ তরুবর ॥ তমোময় নিশি ঘোর হইল যখন। দ্বিজ ধীরে২ বৃক্ষোপরে উঠিল তখন ॥ বসিবার উপযুক্ত শাখা এক পেয়ে। বসিলেন দ্বিজ পুত্র যেন কপি হয়ে ॥ সেই বৃক্ষে থাকে এক নাড়ীজঙ্ঘ নাম। বেদ তন্ত্র পূরাণে প শ্তিত গুণধাম ॥ পরম ধাম্মিক চক ধীর শান্ত জ্ঞানী। বৃহ্মার সভায় কহে পুরাণ কাহিনী ॥ নিত্য গিয়া বৃহ্ম লোকে কহে যোগ কথা। দৈব বৃন্দ লয়ে বৃহ্মা শুনেন সর্ব্বদা ॥ বৃহ্ম সভা ত্যজি বক বাসায় আইল। গাছেতে মনুষ্য আছে দেখিতে পাইল ॥ জিজ্ঞ সিল কেবা তুম্মি কহ মহাশয়। কিজন্যে অরণ্যে এলে দেহ পরিচয় ॥ মানুষের গম্য নহে এ দুর্গম বন। মহীষ গণ্ডার ব্যাঘ্র চরে অগণন ॥ কেনহেন বনে মনে করিয়া কি আশা। যে ডালে বসেছ উহা আমার সেবাসা ॥ দ্বিজ জকয় প্রাণে ভয় নাহিক আমার। আশ্রমে অতিথী আজি হয়েছে তোমার ॥ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর কানন ভ্রমণে। বিষম ব্যাকুল কথা না সরে বদনে ॥ ভক্ষ্যদব্য দিয় আগে কর ক্ষুধাক্ষয়। শেষে কব আমার বত্তান্ত সমুদয় ॥ শুনিয়া দ্বিজের কথা কহিছে পাখি। অতিথীর সেবা ধর্ম্ম কি রূপেতে রাখি ॥ একে বনভয় তাহে নিশি অন্ধকার

খাদ্য দ্রব্য এখানে মিলিবে কি প্রকার ॥ আশ্রমে অতিথী যদি থাকে উপবাসী। হইবে দস্কর পাপ নাশি ধর্ম্মরাশী ॥ নরকে করিতে বাস বাধ্য হ'ত হবে। সকল জন্মের পুণ্য ঘুচে যাবে তবে ॥ এতশুনি সাধুবক সারিদ্রইপ থা। উড়াবিয়া উদ্ধে উঠে হইয়া অদেখা ॥ ক্ষণ মাত্রে আসি উত্তরিল নদীজলে। চঞ্চুপুটে ধরিলেক বৃহৎ শফলে ॥ মৎস্য লয়ে হর্ষ হয়ে আশ্রমে চলিল। দ্বিজ তনয়ের তরে ডাকিয়া বলিল ॥ কাষ্ঠেং ঘরিষণে অগ্নি যাগ কর। পোড়াইয়া খাও মৎস্য আনিয়াছি ধর ॥ বৃক্ষপাশে ক্ষুদ্রএক তোবা আছে কাছে। জলপান তথায় করিবা গিয়াপাছে ॥ শুনি দ্বিজ বৃক্ষহতে ত্বরিতে নামিল। কাষ্ঠ জড়াইয়া ক্রমে অনল জ্বালিল ॥ লইয়া শফল মীন দগ্ধ করে তায়। আপনার মনসুখে পরিতোষে খায় ॥ আস্বাদনে পোড়া মাছ লাগে যেন সুধা। উদর হইলপুর্ণ্ণ ভস্ম চূর্ণ ক্ষুধা ॥ তদন্তে সলীল পানে সুস্থির হইল। হেনকালে বক বিপ্রসূতে জিজ্ঞাসিল। এখনত তব দেহ হয়েছে শীতল। তবে আর বিলম্বেতে কিবা আছে ফল ॥ বিশেষ করিয়া বল আমার সকাশে। কে তুমি অরণ্যে এলে কোন অভিলাষে ॥ আদ্য অন্ত তোমার যতেক বিবরণ। শুনিব সকল আমি এই নিবেদন ॥ দ্বিজ বলে বঙ্গদেশে জনম আমার।

অতি লভাজন আমি পাপী দুরাচার ॥ বিদ্যা শিক্ষা হেতু পিতা করিতেন রাগ। একারণে ঘর বাটী করিলাম ত্যাগ ॥ বিবাহ করিয়া শেষে চণ্ডালের বালা। বস্ত্র অ ভরণ বিনা ঘটিয়াছে জালা ॥ তাই আসিয়াছি বনে কহিল ম নাটে। অন্তরে বিষাদ অতি খেদে বুক ফাটে ব্রাহ্মণের কথায় বকের হৈল ত্রাস। কহিতে লাগিল দয়া করিয়া প্রকাশ ॥ শুন দ্বিজ বলি আমি এক উপদে শ। যাহাতে প্রচুর সোণা পাইবে বিশেষ ॥ আছয়ে আ মার সখা যক্ষ অধিপতি। যদি তুমি যেতে পার তাহার বসতি ॥ বিনয়ে কহিবে তারে মোর নমস্কার। পাইবে সুবস্তু রাশি অতি চমৎকার ॥ দ্বিজবলে কোথা সেই যক্ষ রাজ থাকে। কোনদিকে গেলে দেখা পাইব তাহাকে শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ইষ্ট চরণ ভাবিয়া। মুক্তালতা বলিকহে কহে ভাষায় রচিয়া ॥

অথ দ্বিজ পুত্রের যক্ষালয়ে গমন ॥

ত্রিপদী। কহিতেছে জলচর; শুন২ দ্বিজবর; যেথানে থাকয়ে যক্ষেশ্বর। সেদিক উত্তরবটে; হিমালয় সন্নিক টে; গঙ্গাতটে স্থান মনোহর ॥ কাঞ্চনে নির্ম্মিত পুর; দর্পণের দর্পচূর; হিরক কপাট তায় শোভে। চারিভি তে ফুলবন; সুশীতল সমীরণ; মধুযুত ধায় মধুলোভে

সরোবর সুবিমল; পূরিত নির্ম্মল জল টলং মন্দবায়ু। পুষ্প পুঞ্জ প্রস্ফোটিত; গন্ধে দিক আমোদিত, কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ॥ ছয়ঋতু পরস্পর, বাঁধা আছে নিরন্তর; সহনিজং দলবল। ময়ূর ময়ূরী যত, নিত্য নৃত্যকরে কত; বিস্তারিয়া কি কব সকল ॥ যক্ষরাজ নিকেতনেঃ প্রতিদিন নিমন্ত্রণে; হয় লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন সুবর্ণের থালাবাটী ঝারি ঘটি পরিপাটি; দেয় নিত্য করি আয়োজন ॥ বৃক্ষ ভোজ্য হওয়া মাত্র; লইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রঃ দূরে ফেলে যেনমৃণময়। যাবেত্তমিসেইস্থানে যক্ষরাজ বিদ্যমানে; মোর নামে দেও পরিচয় ॥ তাঁহইলে ধনপতিঃ তুষ্ট হয়ে তোমাপ্রতিঃ সুবস্তু লইতে আজ্ঞাদিবে। যত তব ইচ্ছা আছেঃ ভার বান্ধি লয়ে পাছে তদন্তরে বিদায় হইবে ॥ বকমুখে সবিশেষঃ জ্ঞাত হয়ে সবদেশঃ ব্রা ণ কুমার মনে ভাবে। কতক্ষণে সুখতারাঃ যামিনী করিয়া সারা; তপন উদয়াচলে যাবে ॥ রহিল ভাবনা ভরেঃ নিদ্রানাই বৃক্ষোপরেঃ সারা নিশী যাগিয়া কাটায়। প্রভাত হইলে পরঃ বৃক্ষহতে দ্বিজবর নামিয়া উত্তর মুখে যায় ॥ নিশ্বাস ত্যজিয়া দূড়ঃ আশ্বাস পাইয়া বড়ঃ বিশ্বাস করিয়া শীঘ্রচলে। পর্ব্বতকানন কতঃ এড়াইল শতং বিশ্রাম না করে কোন স্থলে ॥ মৃদ বায়ু বেগে ধায়; সম্মুখে দেখিতে পায়ঃ যক্ষ মহা

মাজার ভবন ॥ অট্টালিকা থরে২ঃ হেরে মন মুগ্ধকরেঃ চৌদিকে বেষ্টিত উপবন। লক্ষ২ শিবালয়ঃ মন্দির মাণিক্য ময়ঃ কণক কলশ তার কোলে। শ্বেত রক্তবর্ণ নানাঃ পতাকা উড়িডয় মানাঃ পবন হিল্লোলে হেলে দোলে ॥ প্রশস্ত সমস্ত বাটঃ কত শত হাট ঘাটঃ গীতনাট হয় স্থানে২। মাতঙ্গ তুরঙ্গযতঃ রাজপথে ভ্রমে কতঃ রথরথী যেথানে সেথানে ॥ করাল ভীষণাকায়ঃ যক্ষেরা থে পুরদ্বারেঃ চমৎকার বিকট বদন। জিনি তাল তরুবরঃ লহিত যুগল করঃ ভয়ঙ্কর ঘোর দরশন ॥ কেশজটা চক্ষুকটা মেঘসম অঙ্গছটা ঘোর ঘণ্টা স্থুলাকার দেহ। কেহ নাচে হাসে গায়ঃ কেহ উভরড়ে ধায়; মুষল মুদ্গর ধারী। কেহবা হইয়া ক্রুদ্ধ করে শুদ্ধ মল্লযুদ্ধ কেহ দন্তে নাড়িছে পাহাড়। দেখে দ্বিজ সূত ভয়ে দাঁতে২ একহয়ে রাজপথে খাইল আছাড় ॥ দ্বারিতারে ধরে তোলে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসে ছলেঃ কহ তুমি কোথাকার পাপ ॥ কোন গোত্র কিবা জাতি; কার পুত্র কার নাতিঃ সত্যবল নহে দিব শাঁপ ॥ মনে ভয় অতিশয়; দ্বিজবলে মহাশয় সমুদয় পরিচয় কই। বিপ্রবংশে জন্ম মমঃ নরাধম মোর সম; আর কেহ নাই আমাবই ॥ ভ্রমিয়া অনেক দেশ অরণ্যে পাইয়া ক্লেশ অবশেষ এসেছি এথানে ॥ বাঞ্ছা এই হইয়াছেঃ যাব যক্ষ রাজকাছে; সমাচার কহ তার

স্থানে ॥ শুনি দ্বারী মৃদু হাস্যেঃ কর্কশ বচনে ভাষেঃ বলে ফিরে যাও কোথা যাবে। লক্ষ্মীছাড়া মর দুঃখে তুমি বল কোন মুখেঃ যক্ষরাজ দরশন পাবে ॥ হেথা আসিবার তরেঃ কে দিল বলিয়া তোরেঃ বুঝি তোর প্রাণে নাহি ভয় ॥ শুনিলে যক্ষের রাজাঃ দিবেন উচিত সাজাঃ তবে তোরে কে দিবে আশ্রয় ॥ অতএব পুনঃ২ বলিতেছি দ্বিজ শুনঃ ফিরিয়া পলাও লয়ে প্রাণ। নতুবা শঙ্কট ঘোরঃ উপায় না দেখি তোর কিরূপে পাইবে পরিত্রাণ ॥ দ্বিজ বলে শুন দ্বারী তর্কনা করিতে পারি তোমার সহিত বার২। এত আমি নহি মূঢ় আছে কিছু মর্ম্মগুঢ় কহিতে যে মন সমাচার ॥ নাড়িজঙ্ঘ নাম ধারি আছে বক ধর্ম্মাচারীঃ সেই মোরে পাঠাইয়া দিল। তার বার্ত্তা যক্ষভূপে জানাইতে কোনরূপেঃ পরামর্শ আমারে কহিল ॥ দ্বারী কহে বটে সত্য জানিলাম তব তথ্য সেইবক হয় নৃপ সখা। কিঞ্চিৎ দাড়াও তুমি জিজ্ঞাসিয়া আসি আমি আজ্ঞা হলে পাবে রাজ দেখা ॥ তদন্তরে দ্বারী ধেয়ে সংবাদ কহিল যেয়ে যক্ষপতি বসিয়া যেখানে ॥ শুন ভূপ যক্ষেশ্বর আসিয়াছে দ্বিজবর ইচ্ছা তার আসে বিদ্যমানে ॥ নাম বক নাড়িজঙ্ঘ তব প্রিয় অন্তরঙ্গ সেই তারে করিল প্রেরণ। অসম্ভব কথা নয় যদি অনুমতি হয় তবে তারে আনি এইক্ষণ ॥ দ্বারীর বচন শুনি যক্ষরাজ মনে

শুনিঃ অনুচর গণ প্রতিকয় । কোথা আছে দ্বিজবর আন তারে শীঘতর সুধাইব সথার বিষয় ॥ ভূপতির আজ্ঞা পায় দ্বারী বায়ু বেগে ধায়ঃ উপনীত হইল দুয়ারে । কহেচল বিপ্রবর আদেশিল যক্ষেশ্বর সঙ্গে লয়ে যাইতে তোমারে ॥ ধন্য তব পুণ্য রেখা অদৃষ্টের শুভ লেখা সবের সহিত দেখা হবে । ভাগ্য কি ইহারপরপাবেমন মত বর দৈন্যদশাঘূচে যাবে তবে ॥ দ্বারীর কথায় বিপ্র গমন করিল শীঘ্র মনেং আনন্দ অপার । শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে মুক্তালতাবলি গ্রন্থ সার ॥

অথ দ্বিজপুত্রের সহিত যক্ষরাজের সাক্ষাৎ ।

পয়ার ॥ অনন্তর দ্বিজবর অনুচর সঙ্গে । কটক ফটক দিয়া চলে মনরঙ্গে ॥ নয়নে নগর শোভা নিরীক্ষণ করি । বলে একি অপরূপ আহা মরি২ ॥ জনমিয়া হেন পুরী দেখি নাই চক্ষে । স্বপ্ন সমজ্ঞানহয়হেরিয়াপ্রত্যক্ষে॥পসাদ উপরে সব নাগরীসুন্দরী ।চকিতেচঞ্চল চিত্তহলে লয়হরি॥রাজপথে যূথে যূথে যক্ষনারী গণ জলাশয়ে২ করিছে গমন॥দেখিয়াব্রাহ্মণ পুত্রমোহিত হইল।চর সহ পুরীমাঝে পবেশ করিল॥ বসিয়াআছেন যক্ষমহারাজযথা।দ্বিজগিয়াউপনীত হইলেন তথা । প্রণাম করিয়া ভূপ করিল জিজ্ঞাসা৷ আমার নিকটে এলেকি মনেপ্রত্যাশা॥কহ শুনিবকবন্ধু আছেন কেমন৷তো

মারে পাঠায়ে তারকি লাভ এমন॥প্রভাতে আসেন তি
নিনিত্য মোর পুরে। তবেকেন তোমায় পাঠানএতদুরে
উত্তর করেন দ্বিজকথায় কৌশলে।তরুনথানাডিজঙ্গ আছে
ন জংগলে ॥ তেঁহ মোরে প্রেরণ করিলা এইখানে। কহি
লা চাহিলে সোণা পাব তবস্থানে॥এইহেতুআশাসেতু
বান্ধিযা যতনে।বহু কষ্টে আসিযাছি তোমার সদনে।ধ
র্ম্ম মতিধনপতি তুমিমহাশয।তোমারকরুণা হলেআর
কারে ভয়॥সম্প্রতি আমারপতিরাথ উপরোধ।বিশেষত
তোমার বন্ধুরঅনুরোধ।যক্ষরাজবলেআজি থাক দ্বিজবর
নিয়মিত ব্রাহ্মণ ভোজনহলে পর॥ যতস্বর্ণ নিতে পার
করিব প্রদান। পভাতে উঠিয়া কল্য করিবে পস্থান ॥
স্নান সন্ধ্যা পূজাগিয়া করহ এখন। এথানে রহিল ভোজ
নের নিমন্ত্রণ ॥ দূতেরে কহিল ভূপ দেহ বাসাঘর।
ব্রাহ্মণ ভোজন কালে আনিবে সত্বর ॥ যে আজ্ঞা বলি
য়া দূত বিদায় হইল। দ্বিজেরেতে দিব্য এক বাসা বাটা
দিল ॥ নিযুক্ত হইল আসি ভৃত্য দুইজন। শীতল সলি
ল দিয়া ধোয়ায় চরণ॥ নারায়ণ তৈল আনি অঙ্গেতে
মাথায়। গঙ্গাস্নান করিবার তরে লয়ে যায়। শরীর
মার্জ্জনা পরে স্নান করাইয়া। থাসা গরদের যোড় দিল
পরাইয়া॥ তদন্তরে লয়ে গেল রাজার সভায়। আম
ন্ত্রিত দ্বিজগণ বসিয়া যথায় ॥ ভোজনে বসিল গণনায়

এক লক্ষ। খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যোগায় সব যক্ষ ॥ চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহার। মিষ্টান্ন সন্দেষ গব্য বিবিধ প্রকার ॥ কাঞ্চনে গঠিত পাত্র প্রত্যেকের পাতে ষড়রসে উল্লাসে ভূঞ্জিল একসাতে ॥ ভোজনান্তে সকলে করিল আচমন। কর্পুর তাম্বূলে করে মুখের শোধন ॥ দক্ষিণা দিলেন তবে যক্ষ নৃপমণি। হিরাচুণি মাণিক সুবর্ণ মুক্তা মণি ॥ আশীর্ব্বাদ ভূপালে করিয়া বিপ্রগণ পরস্পর নিজালয় করিল গমন ॥ কেবল রহিল স্বর্ণ লোভি দ্বিজসুত। ভাবি ভাবি ভাবনায় ভাবে ধূতযুত ॥ তদন্তরে ভৃত্যগণ আসিয়া তথায়। উচ্ছিষ্টা সুবর্ণ পাত্র ফেলিবারে যায় ॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহে ত্যজি লাজ সাজ। এই সোণা দেহ মোরে যক্ষ মহারাজ ॥ সুবর্ণ পাত্র নাহি হয়। বেদশাস্ত্র পুরাণ প্রমাণে হেন কয় ॥ শুনিয়া ইঙ্গিতে হাসি বলে যক্ষেশ্বর। নিতে পার যত সোণা লহ দ্বিজবর ॥ যেইমাত্র যক্ষরাজ অনুজ্ঞা করিল। মহানন্দে দ্বিজসুত নাচিতে লাগিল ॥ সেই নিশিকষ্টে শ্রেষ্টে তথায় থাকিয়া। প্রভাতে সুবর্ণ বোঝা লইল বান্ধিয়া ॥ গুরুতর ভার লয়ে করিল গমন। পথেতে হইল রাত্র ঘোর দরশন ॥ হাতাড়িয়া যায় বনে দেখিতে না পায়। উপনীত নাড়ীজঙ্ঘ বকের বাসায় ॥ বৃক্ষ নীচে ভার রাখি উঠিল শাখায়। বক্ষলোক হতে

বক আইল তথায় ॥ দ্বিজ বলে কও সুখে আছ বকভাই বহুদিন উভয়েতে দেখা শুনানাই ॥ তোমার কথায় আমি করিয়া পত্যয় । পেয়েছি সুবর্ণ রাশি গিয়া যক্ষা লয় ॥ তোমার সমান মোর বন্ধু নাই কেহ । বেচিলাম তব সন্নিকটে এইদেহ ॥ বক কহে অতিশয় পাইয়াছ কষ্ট । স্বর্ণলাভ হেতু তুষ্ট হয়েছি যথেষ্ট ॥ এই রূপে মিষ্টালাপ দুজনে করিয়া । পর্ব্বপ্রায় বক মৎস্য আনিল ধরিয়া ॥ অগ্নিজ্বালি পোড়াইয়া খাইল ব্রাহ্মণ । বৃক্ষের শাখায় দোহে বসিল তখন ॥ বকবলে অর্দ্ধরাত্র নিদ্রা যাহ তুমি । যাগরণ করি ধন রক্ষা করি আমি ॥ পরে ঘুমাইব আমি আপনি যাগিবে । রজনী প্রভাত হলে গৃহেতে যাইবে ॥ এতবলি জলচর যাগিয়া রহিল ক্রমে ক্রমে দুইযাম অতীত হইল ॥ পরে বক ঘুমাইল ব্রাহ্মণ জাগিল । মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ প্রভাত হইলে নিশি যাব নিজস্থানে । বনমাঝে খাদ্যদ্রব্য পাইব কেমনে ॥ বকেরে মারিয়া লই পথে পোড়াইব ক্ষুধাহলেএই মাংস সুখেতে খাইব ॥ এতবলিউপকারী বকে বিনাশিল । সুবর্ণ ভারের অগ্রে বান্ধিয়া লইল ॥ পোহাইল যামিনী উদয় দিবাকর । ভার লয়ে প্রস্থান করিল দ্বিজবর ॥ এখানেতে যক্ষপতি ভাবে নিজমনে বকবন্ধু কেন না আইল এতক্ষণে ॥ আসিবার তাহার

সময় বয়ে গেল। কি কারণে বকবন্ধু এখন না এলো।
বিপদ ঘটেছে বুঝি করি অনুমান। তত্ত্ব করিবারে দূত
গণেরে পাঠান ॥ উদ্ধশ্বাসে হীনবাসে যক্ষচর ধায়।
কতদূরে দ্বিজবরে দেখিবারে পায় ॥ দেখে তার ভারে
বান্ধা আছে মরাবক। বলে ওরে দুষ্টদ্বিজ তুই বড়ঠক ॥
যেজন করিতে গেল তোর উপকার। বিনাশিলি তারে
তুই পাপী দুরাচার ॥ বিশ্বাস ঘাতক তোরে ঘৃণা হয়
ছুতে। ইহা বলি বান্ধে তারে যক্ষরাজ দূতে ॥ মৃতকল্প
করিয়া মারিল বহুতর। লইয়া চলিল যক্ষরাজ বরাবর
মৃতবক দেখিয়া যক্ষের অধিকারী। শোকে শোকাতুর
অতি চক্ষে বহে বারী ॥ জিজ্ঞাসিল সমাচার কহ অনুচ
র। দূত বলে বকেরে মারিল এই নর ॥ শুনিয়া ভূপতি
অতি কোপিত হইল। চণ্ডাল দ্বিজের প্রতি ভৎসিয়া
কহিল ॥ কি কারণে বকেরে মারিলি দুষ্টমতি। অপ
রাধি নহে তোর কি করিল ক্ষতি ॥ তোরে সোণা দিতে
মোরে কৈল অনুরোধ। প্রাণ বিনাশিয়া তুই দিলি তার
সোধ ॥ তোমারে বধিলে পাপ না হয় কিঞ্চিৎ। ভুগি
বে নরক পাপ যেমন সঞ্চিত ॥ বলিতে বলিতে ক্রোধে
যক্ষ অধিপতি। বধিতে দ্বিজের প্রাণ দিল অনুমতি ॥
দূতগণ শতপূর হইয়া বেড়িল। বিপ্রসূতে একবারে প্রাণে

তে মারিল ॥ হেথা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥ বিলম্ব দেখিয়া সবে করিয়া গমন ॥ ধ্যান যোগে জানিল সকল বিবরণ । চলিলেন যক্ষঅধিপতির ভবন ॥ দেখিলেন মরাবক রয়েছে পড়িয়া । কমণ্ডলু জল তাহে দিল ছড়াইয়া ॥ প্রাণ দান পেয়ে বক উঠিয়া বসিল । দেবগণে একে একে প্রণাম করিল ॥ তোমরা সকলে প্রাণ বাঁচালে আমার । যে মোরে বধিল কোথা সেই দুরাচার ॥ যক্ষরাজ কহে তারে করিয়া নিধন । ফেলিয়া দিয়াছে তারে অনুচর গণ ॥ বক বলে হায় সখা কি কর্ম্ম করিলে । আমার লাগিয়া কেন ব্রাহ্মণ বধিলে ॥ প্রাণীহত্যা হইল আমার মনযোগে । ঠেকিতে হইবে মোরে এইপাপ ভোগে ॥ অতএব তার প্রায়শ্চিত্তের কারণ । নাহিক সংশয় আমি ত্যজিবজীবন ॥ এতযদি প্রতিজ্ঞ করিল বক ধীর । শুনিয়া যক্ষের পতি হইল অস্থির ॥ কহিছেন চতুর্মুখ শুন যক্ষপতি । কোথা তার শব আছে আন শীঘ্রগতি ॥ দূতগণ মৃতদেহ তথনি আনিল । সঞ্জিবনি মন্ত্রে ব্রহ্মা বাচাইয়া দিল ॥ প্রাণদানে চেতন পাইয়া ততক্ষণ । সম্মুখেতে দেবগণে করিল দর্শন অন্তরের পাপ তার যাইল অন্তরে । বোধভানু প্রকাশিল হৃদয় অম্বরে ॥ বিস্তর করিল স্তব দেবতা সকলে । আমার সমান পাপী নাহি ভুমণ্ডলে ॥ ব্রহ্মহলে আমার হ

ইয়াছিল জন্ম। পরিত্যাগ করিয়াছি নিজ ধর্ম্ম চর্ম্ম ॥ চণ্ডালের প্রায় আছি চণ্ডালী লইয়া॥অকৃতজ্ঞ হইয়াছি বকেরে বধিয়া ॥ এত ভাবি দ্বিজসুত বিবেকি হইয়া। আরম্ভ করিল তপ বনে প্রবেশিয়া। অতঃপর দেবগণ বকে সঙ্গেকরি। চলিয়া গেলেন যথা অমর নগরী ॥ শ্রী কৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে কমলিনী শুন ॥ এই দেখ সদসত সঙ্গে দোষগুণ ॥ বিপ্র বংশে জনমিয়া ব্রাহ্মণ সন্তান। চণ্ডালের সহবসে হারাইল জ্ঞান। এক রাত্রি তারসহ করিয়া নিবাস ॥ধর্ম্মজ্ঞানি জলচর হইল বিনাশ। যদ্য পিও বক করেছিল উপকার। তথাচ অসৎ তারে করিল সংহার ॥ হইলে অসৎসঙ্গ এইদশা ঘটে। সহায়তাক রিলেও ফেলায় শঙ্কটে। দেখ প্রিয়ে সতের কি গুণচমৎ কার। প্রাণনাশ করেছিল ব্রাহ্মণ অমার ॥ তথাপিও বকতার বাচাইল প্রাণ। সাধু সঙ্গ সহ বাসে হলোদিব্য জ্ঞান ॥ শুনিয়া শ্রীমতি অতি হর্ষিতা হইলা। মুক্তালতা বলি গুহ্য দ্বিজ বিরচিলা ॥

অথ গৌরমুখ মুনির প্রশ্ন ॥

পয়ার ॥ এতেক কহিল যদি ব্যাস তপোধন। শুনিয়া আনন্দ চিত যত ঋষি গণ॥ তবে পুনঃ গৌর মুখ মুনি মহাশয়। ব্যাসের নিকটে কন করি য়া বিনয় ॥ অদ্ভুত কৃষ্ণের লীলা কথা সুধা ধার। শ্র

বণে শ্রবণ ক্ষুধা বাড়ে অনিবার ॥ শুনাআছে সুধাপ
নে ক্ষুধা নিবারয় । এ সুধা পানে ক্ষুধা অধিক বাড়য়
যত পায় তত খায় ক্ষান্ত নহে মন । এবড় আশ্চয্য
প্রভু অদ্ভুত কথন ॥ হইয়াছি ক্ষুধাত্তর অত্যন্ত এখন
কৃষ্ণ কথা সুধাদানে তৃপ্তকর মন ॥ পূর্ব্ব ব্রহ্ম পরাৎপর
প্রভু নিরঞ্জন । যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি জগত ভুবন ॥
সে প্রভুর নিজ ধাম গোলোক কেমন । কোন রূপ
ধারি সেই বিভু সনাতন ॥ সাকার নিরাকার গো
লোকের হরি । কিহেতুবা গোকুলে হইলা অবতরি
একাংশেতে অবতার কিবা পূর্ণ তম । প্রকাশিয়া কহ
প্রভু প্রভুর নিয়ম ॥ আর তার প্রাণাধিক প্রধান কামিনী
পরমাদ্যপূণ্যময়া গোলোক বাসিনী ॥ সেইযে শ্রীম
তি সতী কিশের কারণে । ভানুর নন্দিনী হয় জন্মে বৃন্দা
বনে ॥ কোনহেতু আয়ানের রমণী হইল ॥ কৃষ্ণসহবা
সে কেন কলঙ্ক ঘটিল ॥ এসব বিস্তার করি কহ মহাশ
য় ॥ শুনিতে কৃষ্ণের কথা ইচ্ছা বড় হয় ॥ ব্যাসদেব কন
মুনি শুন সাবধানে । সেবড় নিগুঢ় কথা কহিতব স্থানে ॥

অথ গোলোকধাম বিবরণ ॥

যথা ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত ॥ তেজোরূপঞ্চ যদ্ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তে
যোগিনঃ সদা । তত্তেজো মণ্ডলাকারে সুর্য্যকোটি
সমপ্রভঃ । নিত্যংস্থানঞ্চ প্রচ্ছন্নং গোলোকাভিধমে

রুচ॥ ত্রিকোটি যোজনা শাম বিস্তীর্ণ মণ্ডলা কৃত তেজস্বরূপ সুমহদ্ভুত ভুমি ময় পরং উর্দ্ধ স্থিতঞ্চবৈ কুণ্ঠাৎ পঞ্চাসৎ কোটি যোজনং। গো গোপ গোপী সংযক্তং কল্পবৃক্ষ গণান্বিতং॥ কাম ধেনুভিরা কীর্ণং রাসমণ্ডল মণ্ডিতঃ। বৃন্দারণ্যবনাচ্ছন্নং বি রজাবেষ্টিতং মূনে। শত শৃঙ্গ শতশৃঙ্গৈঃ সুদীপ্তৈ দী প্ত মীপসিতং। অদৃশ্যং যোগিভিস্বপ্নে দৃশ্যং গম্য ঞ্চ বৈষ্ণবৈঃ॥ যোগেন ধৃতমীশেন চান্তরীক্ষং স্থিতং বরং॥ অস্য ভাষা॥ পরং ব্রহ্ম পরাৎপর পুর্ণ তেজো ময়। যোগি গণ যোগে সদা যে রূপ ধেয়ায়॥ সে সেতেজ মণ্ডাকার অতিশয় শোভা। কোটি সূর্য্য সম যার হইয়াছে প্রভা॥ অতি গুপ্ত স্থান সে প্রভুর নিত্য ধাম। গোলাকার একেত্ত গোলোকে তার নাম॥ ত্রি কোটি য়োজন স্থান অতি পরিপাটি। মৃত্তিকা নাহিক তথা রত্নভার মাটি॥ পঞ্চাশকোটি যোজন বৈকুণ্ঠ উপরে। ঈশ্বরের যোগে ধৃত আছে শুন্যভরে॥ বিরজা নামেতে নদী গোলকে বেষ্টন। পশ্চাতে কহিব সে বির জা বিবরণ॥ গোলকের মধ্যেকত কল্পবৃক্ষগণ। বৃন্দাব ন মধ্যে আছে অপুর্ব্ব কানন॥ গোপ গোপীগণ আছে আছয়ে গোপালে। কামধেনু আছে কত তাহার নিপা লে॥ শতশৃঙ্গ নামে তথা আছয়ে ভুধর। শতশৃঙ্গধর

সে পর্ব্বত তেজস্কর ॥ রাসমঞ্চ আছে তথা অনেক প্রকার
তাহার শোভার সীমা নাহিক সংসার ॥ এরূপে গো
লোক অতি গোপনীয় স্থান। স্বপ্নেতেও যোগীগণে দে
খিতে না পান ॥ বৈষ্ণব গণের মাত্র দৃশ্য গম্যহয়। কৃষ্ণ
ভক্ত হেতু কৃপাকরে কৃপাময় ॥ দ্বিজ ইত্যাদি ॥

শ্লোকঃ ॥ লক্ষকোটি পরিমিতৈরাশ্রমৈঃ সুমনোরহ
রত্নেন্দ্র সার নির্ম্মৈ গোপী নামাবৃতংসদা। শতমন্দি
র সংযুক্ত মাশ্রয়ং সুমনোহরং। রত্ন নির্ম্মাণলক্ষমন্দি
র সুন্দরং। আশ্রমং চত্তরসুক্ত চন্দ্রবিম্বাকৃতং শুভং
গোলোক মধ্যদেশস্থ মন্দীর সুমনোহরং। প্রকারপ
রিখাযক্তং পারিজাত বনান্বিতং। কৌস্তভেন্দ্রেণ মণি
না নির্ম্মাণ কলসোজ্জলং। হীরকা সার নির্ম্মাণ সোপা
ন সংঘ সুন্দর। মণীন্দ্রসার নির্ম্মাণ কপাট রচিতান্বিতং
নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্য মাশ্রমঞ্চ সুসংস্কৃতং। ষোড়শ
দ্বার সংযক্তং সুদীপ্তং রত্নদীপকৈঃ। তত্র বিচিত্রাঢ্যে
রাসস্থ মীশ্বরং বরং ॥

অস্যভাষা ॥ এই যে গোলোক ধাম অতি অনুপম
গোপীদের লক্ষকোটি আছয়ে আশ্রম ॥ রত্নসার
ভাগেতে সুন্দর সুনির্ম্মিত। কিবা শোভা মনোহর চৌ
দিগে বেষ্টিত ॥ একং আশ্রমেতে মন্দির শতং। রত্ন
ময় প্রকার পরিখা সমন্বিত ॥ গোলোকের মধ্যবর্ত্তি

প্রভুর আশ্রম। কি কব তাহার শোভা অতি মনোরম প্রকার পরিথা যুক্ত পারিজাত বন। শোভিতেছে কি সুন্দর পুষ্পের কানন ॥ চত্তুষ্কোণ সে আশ্রম চন্দ্র বিম্বাকার ॥ শোভিত মন্দির লক্ষ মধ্যেতে তাহার। অমূল্য রতনে সুনিৰ্ম্মিত সে সকল ॥ কৌস্তুভ মণিতে তার কলস উজ্জল ॥ কপাট সকল শোভে মণিতে খচিত। কি সুন্দর রতন দর্পণ সমন্বিত ॥ কিবা সে সোপান বদ্ধ দিয়া পীরা সার। হেরিলে হরিস চিত সুদীপ্ত তাহার ॥ মধ্য ভাগে প্রধান মন্দির মনোহর। ষোল দ্বারে সুসংযুক্ত আশ্রম সুন্দর ॥ রত্নময় পর্দীপেতে করে তথা আলো। নানাবিক মণিমুক্তা মাণিক্য পবাল ॥ তার মধ্যে রমণীয় রত্নসিংহাসন। বিচিত্র চিত্রিত নানা মণি বিভূষণ ॥ তাহেবিরাজিত কৃষ্ণ গোলোকের পতি। বাংমনের অগোচর অপূৰ্ব্ব মুরতি ॥ বাক্য মনে ধ্যানে যাহা ধরিতে না পায়। কি রূপে সে রূপ আমি কহিব তোমায় যৎকিঞ্চিৎ কহি তবে শুন তপোধন। নারদে কহেন যাহা দেব পঞ্চানন ॥

অথ গোলোক নাথের রূপ বর্ণন ॥

শ্লোকঃ ॥ নবীন নীরদ শ্যামংং কিশোর বয়সং শুভং। শরন্মধ্যাহ্ন রাজীব প্রভা মোচন লোচনং। শরৎ পাৰ্ব্বণ পূর্ণেন্দু শোভাচ্ছাদন মাননং। কোটিকন্দ

প লাবণ্য লীলা নিন্দিত সুন্দরং। কোটি চন্দ্র প্রভা পুষ্ট শ্রীযুক্ত বিগ্রহং প্রভোঃ। সস্মিতং মুরলী হস্তং মঙ্গলঞ্চ সুমঙ্গলং। বহ্নিসংস্কার পীতাং শযগলে ন সমুজ্জলং। চন্দনাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতং আজানু মালতী মালা বনমালা বিভূষিতং। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা যুক্ত মুক্তা মাণিক্য ভূষিতং। ময়ুর পুচ্ছ চূড়ঞ্চ সাদৃত মুকুটোজ্জলং। রত্নকেয়ুর বলয়ং রত্ন মঞ্জীর রঞ্জিতং। রত্নসঙ্গ যুগেন গণ্ডসঞ্চ সুশোভিতং। মুক্তা পংক্তি বিনিন্দৈকর দশনং সুমনোহরং। পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠঞ্চ নাসিকোন্নত শোভিতং। বীক্ষিতং গোপিকাভিশ্চ সন্ততং সাদরস্তথা। ভূষিতাভিশ্চ মনভির্মানবেন্দ্রকৈঃ। বৃহ্মাবিষ্ণু শিবানন্দ ধ্রুবাদে রভি নন্দিতং। ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথ ভক্তানুগ্রহ কারকং। রামেশ্বরং সুরসিকং রাধা বক্ষস্থল স্থিতং। এবংরূপমরূপং তং ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা মুনে ॥

অন্য ভাষা। নবীন নীরদ নিন্দি শোভা কলেবর। পঞ্চদশ বর্ষ সম বয়স কিশর ॥ শারদে মধ্যাহ্নকালে সরোজ যেমন। তাহারে জিনিয়া শোভা সুন্দর লোচন সরৎপার্ব্বণীয় পূর্ণশশী শোভাঢাকা। হয়েছে উজ্জল কারি প্রভু মুখ রাকা ॥ কোটি কন্দর্পেরে জিনি লাবণ্য সুন্দর। কোটি চন্দ্র জিনিয়া শ্রীপৃষ্ঠ রূপকর ॥ হাস্যযুক্ত

সুপসন্ন বদন সুগুল। মোহন মুরলি হস্তে জগত মঙ্গল
বহিঁ সংস্কৃত পীতবস্ত্র পরিধান ॥ চন্দনে চর্চ্চিতঅঙ্গ
অতি শোভমান ॥ অজানু লম্বিত কিবা মালতীর মালে
বনমালা শোভে গলে কৌস্তুভ মিশালে ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি
মা কিবা অঙ্গ সে গঠন। সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত মণি মাণিক্য
রতন ॥ চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ শোভিত নির্ম্মল। রত্নময়
মুকুটেতে অধিক উজ্জ্বল ॥ রতন নূপুরে পুগল বরণ রঞ্জি
ত। রত্নু কেয়ূর বলয়েতে ভুজ বিভূষিত ॥ রতন কুণ্ডলে
গণ্ডস্থল সুশোভন। মুক্তা পংক্তি নিন্দা করি সুন্দর দ
র্শন ॥ পক্কবিম্ব নিন্দিয়া অধরোষ্ঠ শোভা। উন্নত নাশা
তে কিবা রূপ মনলোভা ॥ অপরূপ রূপ কৃষ্ণ অতি চমৎ
কার। সর্ব্বাঙ্গেতে বিভূষিত রত্নু অলঙ্কার ॥ সুস্থির যৌব
না গোপী সহাস্য বদন। চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণের আছয়ে
বেষ্টন ॥ বিধি বিষ্ণু শিব আর অনন্ত প্রভৃত। সুরেন্দ্র
মুনিন্দ্র মনু মানবেন্দ্র কত ॥ সকলে বন্দন করে করি
যোড়হাত। সিংহাসনো পরিস্থিত গোলোকের নাথ
ভক্তঅনুগ্রহেতে কাতর সর্ব্বক্ষণ। ভক্তপ্রিয় ভক্তনাথ
বিভু সনাতন ॥ রাসেশ্বর সুরাসক রাধিকার কান্ত। রা
ধা বক্ষস্থল স্থিত রূপে নাহি অন্ত ॥ এইরূপে নারদেরে
কহে মহেশ্বর। পুনরপি মহাদেব করেন উত্তর। যদ্যপি

অরূপি হন প্রভূ পরাৎপর। ভক্তের ভাবনা হেতু বৃষ্ণ কলেবর॥ অতএব সেই রূপ বৈষ্ণব সকলে। ধ্যানেতে ধারণ করে হৃদয় কমলে॥ দ্বিজকহে মহেশের বাক্য সংস্কর। ব্যাস প্রকাশিত ভাষা কহিলাম তার॥ অপরে শুনহ মনি অপূর্ব্ব কথন। যেমতে করেন ক্রীড়া প্রভু নারায়ণ॥ গোলকে প্রভূর দুই বিবাহিতা নারী। প্রধানা প্রকৃতী সতী শ্রীমতী সুন্দরী॥ আদ্যাশক্তি মহামায়া অনন্ত রূপিণী। প্রাণাধিকা প্রিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী॥ তদন্য বিরজাদেবী গোপেরঙ্গনারী॥ প্রিয়তমা পুণ্যময়ী পরম সুন্দরী॥ এই দুই বিবাহিতা পত্নী সেই স্থান। উভয়ে করেন ক্রীড়াদেব ভগবান॥

অথ গোলোকনাথের বিহার॥

শ্লোকঃ॥ একদা রাধয়াসার্দ্ধং গোলোকে শ্রীহরিঃ স্বয়ং। বিজহার মহারণ্যে নির্জ্জনে রাসমণ্ডপে। রাধিকা সুখ সংস্তোগাদ্ববধে নস্বয়ংপরং। কৃত্বা বিহারং শ্রীকৃষ্ণ স্তামদৃষ্টো বিহায়চ। গোপীকাং বিরজা মন্যং শৃঙ্গারার্থং জগামহ। তন্যাবয়স্যাঃ সৌন্দর্য্যো গোপীনাং শতকোটায়ঃ। রত্নসিংহাসনস্থা সাদ দর্শ হরি মন্তিকে। পুষ্পতল্পে মহারণ্যে নির্জ্জনে রত্নমণ্ডপে। তয়াশক্ত শ্রীহরিঞ্চ রত্ন মণ্ডপ সংস্থিতং। দৃষ্টাত্ত রাধিকান স্যচক্রুস্তাঞ্চ নিবেদনং॥

অস্য ভাষা ।। পয়ার । গোলোকেতে মহাবনে রাস
মঞ্চোপরে । একদা রাধিকা সহ শ্রীহরি বিহরে ।। রাধি
কা বিহার সুখে হয়ে অন্য মনা । পাশরিলা অপনারে
পর কি আপনা ।। শ্রীমতী যদ্যপি সুখে হারাইল জ্ঞান
বিহারান্তে ভগবান করিলা প্রস্থান ।। রাধিকারে না ব
লিয়া প্রভু নারায়ণ । বিরজার নিকটেতে করেন গমন
বসিয়া বিরজা রত্নসিংহাসনোপরি । চৌদিগে বেষ্টি
তা শতকোটি সহচরী ।। হেনকালে শ্রীহরিকে নিকটেতে
হেরে । ভাষিয়া বিরজা দেবী আনন্দ সাগরে ।। বিরজা
রে হেরি হরি হরষিত মন । প্রেম পুষ্ট কটাক্ষেতে করি
নিরীক্ষণ ।। নির্জনে যে রত্নমঞ্চে পুষ্পশয্যাপরে । বির
জা সহিতে হরি আনন্দে বিহরে ।। তাহাদেখি রাধি
কার প্রিয় সখী গণ । আসিয়া রাধিকা কাছে করে নি
বেদন ।। শুনি কমলিনী হৈলা বিষাদিত মন । ঝর২ঝরে
নীর নয়নে তখন ।।

অথ বিরজার কুঞ্জে শ্রীমতীর গমনোদ্যোগ ।

শ্লোকঃ ।। ততশ্চ বচনং শ্রুত্বা সুস্বাপচ রুরোদচ । উবাচ
তাংশ্চ স দেবী মাং তং দর্শয়তং ক্ষমা । যদি সত্যংব্রতং
যুয়ং ময়ানাঙ্কংপুগচ্ছত । তাসুচঃপুরতঃ স্থিত্বা সর্ব্বং
এব প্রিয়াংসতীং । বয়ংতংদর্শয়িষ্যামো বিরজা সহি
তং প্রভুং ।তাসাং সুবচনং শ্রুত্বা রথমারুহ্য সুন্দরী । জগা

ম সাদ্ধং গোপীভিস্ত্রিসপ্ত সতঃকোটিভি ॥

অস্য ভাষা ॥ পয়ার। সখীগণ মুখে শুনি এমব বচন। শয্যাগত হয়ে প্যারী করেন রোদন॥ তবে কতক্ষণে রাধা সখীগণে কয়। সত্যকি দেখেছ হরি বিরজা আলয়॥ দেখাইতে পারিবে কি তথা প্রাণেশ্বরে। সত্য যদি দেখে থাক লয়েচল মোরে॥ সখীসবে বলে রাধে দেখেছি নিশ্চিত। বিরাজিত রাধাকান্ত বিরজা সহিত॥ অবশ্য তোমারে মোরা দেখাইতে পারি। দেখিতে যদ্যপি চাহ চল ত্বরাকরি॥ এতেক শুনিয়া রাধে রথ আরোহণে। সখীসহ চলিলেন বিরজাভ বনে তিনসপ্ত শতকোটি সখী সঙ্গেচলে। তদন্তে শুনহ কথা দ্বিজবর বলে॥

অথ শ্রীরাধার রথবর্ণ্ন॥

শ্লোকঃ॥ রত্নেন্দ্র সার রচিতং কোটিসূর্য্য সমপ্রভং। সর্ব্বেষাং স্যন্দনানাঞ্চ শ্রেষ্ঠং বাসৃহরং পরং। লক্ষচক্র সমাযুক্ত মনোযায়ি মনোহরং। কোটিঘণ্টা সমাযুক্ত পতাকা কোটিভিযুক্তং। শতযোজন মুদ্ধঞ্চ দশযোজন বিস্তৃতং। মণিসার বিকারৈশ্চ কোটিস্তম্ভঃসুশোভিতং। রত্নদর্পণ লক্ষাণাং শতকৈশ্চ সমন্বিতং ভোগদ্রব্যং সমাযুক্ত বেস্ম দ্রব্য সমন্বিতং। পারিজাতঃ পুস্পনানাং মালা কোটি বিরাজিতং। সন্দানাং করবীরানাং যূথিকানাং

তথৈবচ। সচারু চম্পকানাং মাধবীনাং মনোহরঃ। মল্লিকানাং মালতীং মাধবীনাং সুগন্ধিনং। কদম্ব নাগকেশর মালানাং কদম্বৈশ্চ বিরাজিতং। সহস্রদল পদ্মানাং মালা পদ্মৈর্ব্বিভূষিতং। শ্বেত চামর কোটিভির্ব্বজ্রমুষ্টিভি রন্বিতং। পারিজাতঃ পসুনানাং কোটিতল্পৈর্ব্বিরাজিতং। রত্নশয্যাংশ্চ কোটিভিশ্চ চিত্রবস্ত্র পরিচ্ছদৈঃ। পুষ্পোপকান যুক্তাভিঃ শৃঙ্গারাদ্যাভি রক্ষিতং ॥

অন্য ভাষা। ত্রিপদী ॥ অপূর্ব্ব রথের শোভা কোটি সূর্য্য সম প্রভা শ্রেষ্ঠ রত্ন সারে নির্ম্মাণ। কি কব রথের কথা যত রথ আছে যথা এরথের না হয় সমান ॥ লক্ষ চক্র আছে যোড়া রথেতে নাহিক ঘোড়া বায়ু ভরে করয়ে গমন। মনোহর দীপ্ত অতি চলনে মনের গতি ঘোড়া তার আপনি পবন ॥ কোটি ঘণ্টা বাজে একেবারে। মণি হারে বিভূষিত কোটি স্তম্ভ সুশোভিত রথের উপরে চারিধারে ॥ মধ্যেতে অপূর্ব্বস্থান রত্নসারে সন্নির্ম্মাণ সরতি মন্দির লক্ষতায়। রত্নের দর্পণ বত্ত লক্ষ২ শত২ সমন্বিত কিবা শোভা পায় ॥ তার মধ্যে দ্রত কত গন্ধ ব্যবহার মত খাদ্য দ্রব্য কত পরিপাটি। পারিজাত পুষ্পময় কোটি সূর্য্য শোভাপায় রত্নশয্যা শোভে কোটি২ ॥ কোটি কোটী পরিমিত বজ্রমুষ্টি সমন্বিত শ্বেত চামরেতে শোভা করে। নানা বিধ পুষ্প মালে বি

ভূষিত স্থলেং কি সুন্দর রথের উপরে ॥ করবীর কেয়া পাতি; মল্লিক মালতি জাতি; মাধবী কদম্ব চাঁপাফুল। নাগেশ্বর আদি করি পুষ্পমালা সারি সারি সুগন্ধেতে করে মনঃ অঙ্গ॥ কোটি পারিজাত মালে উজ্জ্বল করেছে ভালে; পদ্মরাগেতে পদ্ম ফুল মালা। কত কব তার শোভ; ব্রহ্মাদির মনোলোভ, কি সুন্দর হয়েছে উজল এরথের রক্ষা কারি ষোড়শ বর্ষিয়ানারীঃ শারি শারি আছে অগণন। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বাণী; হেনরথে রোধারাণী; উঠিলেন রোষ যুক্ত মন॥

অথ রাধিকার বিরজা ভবনে গমন
ও বিরজার নদী রূপা হয়েন॥

এবম্ভূতাদথত্তুর্ণ মবরুহ্য হরিপ্রিয়া। জগাম সাহসা দেবী তৎরত্নমণ্ডপৎমুনে। দ্বারে নিযুক্তং দদর্শ দ্বার পালং মনোহরং। লক্ষগোপ পরিবৃতং স্মেরানন সবোরুচং। গোপংশ্রীদাম নামানং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় কিঙ্করং। তমুবাচ রুষা দেবী রক্তপঙ্কজ লোচনা। দূরংগচ্ছ গচ্ছ দরং রতি লম্পট কিঙ্করং। কীদৃশী মৎপরা কান্ত দ্রক্ষ্যামি তৎপ্রভোরহং। রাধিকা বচনং শ্রুত্বা নিঃশঙ্কঃ পুরতঃ স্থিতঃ। তামেবনদদৌগন্তুং বেত্রপাণি মহাবল। দুষ্টশ্চ রাধিকানাম শ্রীদামনমবিক্ষরং। বলেন প্রেয়সামাশুঃকোপেন স্ফুরিতধরাঃ। শ্রুত্বা কোলাহলং

শব্দং গোপিকানাং হরিঃস্বয়ং। জ্ঞাত্বাচ জগৎপতাং রাধামন্তর্দ্ধানঞ্চকারহ। বিরজা রাধিকাশব্দাদন্তর্দ্ধান হরেরপি। দৃষ্টারাধাং ভয়াদ্ধা সাজহৌপ্রাণংশ্চ যোগ্যতঃ। নদ্যস্তত্র সবিদ্রূপং তচ্ছরীরং বভূবহ। ব্যাপ্তং বর্ত্তুলাকারং তয়াগোলোকমেবচ। কোটিযোজন বিস্তীর্ণং পক্ষেতি নীম্নমেবচ॥

অন্য ভাষা। হেন রথেহরিপ্রিয়া করিআরোহণ। চক্ষুর নিমিষে গেলা বিরজাভবন ॥ দ্বারেতে আইতে তথা দেখেদ্বারপাল। লক্ষগোপ পরিবৃত শ্রীদাম রাখাল॥ হাস্যযুক্ত মুখতার সরোরুহ সম। কৃষ্ণের কিঙ্কর সেই অতি প্রিয়তম॥ তাহারে দেখিয়া দেবী আরক্ত লোচন॥ ক্রোধেতে কম্পিতাহয়ে বলেন বচন॥ শুনং ওরে অতি লম্পটকিঙ্কর। দূরং ও ছাড় দ্বারবর.॥ তোমারপ্রভুরআছে মদন্যা কামিনী। দেখিব তাহারেআমি কিরূপ সে ধনী ॥ রাধিকার বাক্যশুনি দ্বার নাছাড়িল। বেত্রহস্তে মহাবলি অগ্রে দাড়াইল ॥ রাধিকারে প্রবেশিতে নাহি দেয় পুরে। নিঃশঙ্কে শ্রীদামরহে দ্বাররুদ্ধ করে ॥ তাহাদেখি রাধিকার যত সখিগণ। ক্রোধে কম্পমান তনু ঘূর্ণিত লোচন ॥ একত্রেতেঅসংখ্যাসখী কোপেতে ধাইয়া। লক্ষ গোপসহ ফেলে শ্রীদামে ঠেলি

য়া । বলেতে শ্রীদামেঠেলি চলে সর্ব্বজন । মহাকোলা
হল শব্দহৈল সেইক্ষণ ।। অন্তঃপুরে থাকি শব্দশুনে
নারায়ণ। অন্তঃযামি ভগবান জানিলাকারণ ।। আই
লা শ্রীমতিসতী সখী সঙ্গেকরি । লজ্জাহেতু অন্তর্দ্ধান
হইলেন হরি ।। তবেত সভয় চিত্ত বিরজা সুন্দরী ।
মনেং ভাবেধনী উপায়কিকরি ।। অন্তর্দ্ধান হইলেন
আপনি শ্রীপতি । নিকটে আইলরাধা অতিকোপব
তী ।। রাধিকার সঙ্গেআমি বলে নাপারিব । এখনি
তাহার কাছে অপমান হব ।। এতেক ভাবিয়া ধনী ভ
য়েতেঅস্থির । যোগেতে ছাড়িলপ্রাণ সলিল শরির
দ্রুবহয়ে অঙ্গ তার প্লাবিত হইল । মহানদী রূপেদেবী
গোলোক বেড়িল ।। বলয় আকারে কৈল গোলোক বে
ষ্টন । এককোটি যোজন প্রস্থেতে নিরূপণ। নিম্নেতে
গভীরভারনাহয়নির্ণয়াবিরজরেনদীরূপদ্বিজবরকয় ।।

অথ শ্রীমতী বিরজাগৃহ হইতে নিজালয় গমন।

পয়ার ।। বিরজার রতিগৃহে প্রবেশি কিশোরী ।
দেখেন তথায় নাহি প্রাণকান্ত হরি ।। বিরজা নাহিক
তথা দেখিলেনসতী । সম্মুখে বিষম আছে নদী বেগব
তী ।। তাহাদেখি কমলিনী মনে বিচারিলা। মমভয়ে
নদীরূপ বিরজা হইলা । লজ্জা হেতু নারায়ণ হইল অন্ত
র্দ্ধান । এতভাবি তথা হৈতে করিলা গমন ।। সুখাসহ

হরিপ্রিয়া নিজালয়ে গেল । অপরে শুনহ যে রূপ তথা হৈল ॥ বিরজারে নদীরূপা দেখিয়া তখন । মনেতে পাইল ব্যথা কমল লোচন ॥ বিরজা নদীর তীরে আসি ত্বরা করি । প্রেমভাবে সমাকুল হইলেন হরি ॥ দুইচক্ষে ঝরে জল করেন রোদন । উচ্চস্বরে বিরজায় ডাকেন তখন ॥ কোথা হে বিরজা মম প্রাণের প্রিয়সী । জলে হৈতে উঠ শীঘ্র দেখা দেহ আসি ॥ পুরাতন তনু তব হইয়াছে বারি । ধরিয়া নূতন তনু আইসহ সুন্দরী ॥ শ্রীহরিবাক্য শুনি বিরজা সুন্দরী । জল হৈতে উঠিলেন দিব্য দেহ ধরি ॥ রাধাসমা রূপবতী হইয়া তখন । নাথের নিকটে আসি দিল দরশন ॥ নিজনারী বিরজারে দেখি রূপবতী । প্রেমভাবে তুষিলেন গোলোকের পতি চুম্ব আলিঙ্গন দান মুহু মুহু করি । তুষ্ট হয়ে বিরজারে বলেন শ্রীহরি ॥ শুনপ্রিয়ে সত্য২ বলিহে তোমারে । নিত্য২ তবস্থানে আসিব নিশ্চয় ॥ রাধার সমান তুমি প্রিয়সী আমার । ইহার অন্যথা কিছু নাহি ভাব আর এতবলি কোলে লয়ে বিরজা সুন্দরী । বিরজার তীরে সংখে বসিলেন হরি ॥ তাহা দেখি রাধিকার প্রিয় সখী যত । পুনরপি রাধিকারে করাইল জ্ঞাত ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে কৃষ্ণ পদতলে । দৃঢ়ভক্তি দেহ তব চরণ কমলে ॥

রাধিকার নিকটে গোলোক নাথের

॥ ১৮ ॥

আগমন ও মান ।।

শ্রুত্বা করোদ সা দেবী সুস্বাপ ক্রোধ মন্দিরে । অন্ত বক্রং অস্মিতঞ্চ বিষঙ্গভুঃপয়োমৃথং । মদাশ্রয়ং সমা গন্তং যুয়ং দাসেক ন দাস্যথ। এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো জ গাম রাধিকান্তিকং । প্রতস্থৌ রাধিকা দ্বারে শ্রীদামে সহ নারদ । রাসেশ্বরীং হরিং দৃষ্টা উবাচ অপ্রিয়ং পরঃ বিরজা প্রেয়সী কান্তা সরিদ্রূপ বভুবহ । দেহং ত্যক্তা মম ভয়াত্তথাপি তাসিতাং প্রতি। হে নদি কান্ত দেবেশ নদি সম্ভোক্তু মিচ্ছতি। তত্তীরে মন্দিরং কৃত্বা তিষ্ট তয়াসহ। নন্দ বভব সাতঞ্চ নদো ভবিত্ত মহসি নদস্য নদ্যা সাদ্ধঞ্চ সঙ্গমে গুনষা নভবেৎ। সজাতৌ পরমা প্রীতি শয়নে ভোজনে সুখাৎ। ইত্যুক্তা রাধিকা দেবী বিররাম রুষান্বিতা । নোত্তস্থৌ ভূমি শয়নাৎ গোপী লক্ষ সমন্বিতা ।।

অস্য ভাষা । পয়ার ।। সখি মুখে কলঙ্কিনী শুনিয়া বচন । ক্রোধ ভরে ক্রোধাগারে করিলা শয়ন ।। সখিগণে ডাকি বলে কান্দিতেং । না দিবা আমার ঘরে শ্রীকৃষ্ণে আসিতে ।। অস্ত ভরা বিষ যেন মুখে দুগ্ধময় । অন্তরে বক্রতা তার মুখে হাস্যময় ।। এইরূপে কহে রাধা সখী র সহিত । হেনকালে রাধাকান্ত আসি উপনীত ।। শ্রীদা মের সংহতি লয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন । রাধিকার দ্বারে গিয়া দিল দরশন ।। রাধিকা আগমন কান্ত দেখিয়া রুমুখে ।

রুষ্টবাণী কমলিনী কহে মনোদুঃখে ।। প্যারীকন ওহে নাথ নিবেদন করি। তোমার প্রেয়সীভার্য্যা বিরজা সুন্দরি ।। মমভয়ে নদীরূপা হইল সেধনী। তথাপিহ তাহার কাছে যাহ গুণমণি ।। ওহে নদীকান্তভমি দেবের ঈশ্বর। নদিরে সম্ভোগ ইচ্ছা কর নিরন্তর ।। এক্ষণে সে নদি তীরে মন্দির করিয়া। থাক২ তথা সেই নদিকে লইয়া ।। নদি যদি হৈল তব প্রিয়তম নারী। উচিত হইতে নদ তোমায় শ্রীহরি ।। নদি সহ নদের সঙ্গম সমুচিত। শয়নে ভোজনে সুখ সজাতি সহিত ।। এতবলি ততক্ষণে নিরব হইল। ক্রোধে কমলিনী ভুমি শয্যা না ত্যজিল ।। লক্ষ গোপী নিকটেতে আছিল তখন। আজ্ঞা অনুবর্ত্তি হয়ে রহে সর্ব্বজন। যে ভাবেতে গোপীগণ আছয়ে তথায়। শুনসবেএক ভাবে দ্বিজবরকয় ।। রাধিকার সেবা দ্রব্য হস্তেতে করিয়া। চারিদিগে ঘেরি সবে রহে দণ্ডাইয়া ।। আজ্ঞামত্র আনিয়া যোগায় ততক্ষণ। আজ্ঞাবিনা কার মুখে না সরে বচন ।।

পয়ার ।। কোন কোন গোপী আছে ধরিয়া চামর। কারু করে শঙ্খ বস্ত্র অতি শোভাকর ।। ঝারিভরা সুবাসিত বারি কার করে। প্রসেকটিত পদ্ম পুষ্প কার হস্তোপরে ।। কেহ বা তাম্বুল হস্তে আছে দাণ্ডায়া। অপূর্ব্ব পুষ্পের মালা কেহ বা লইয়া ।। সুন্দর সিন্দূর হস্তে আছে কোনজন। কার কারু হস্তে মণি মাণিক্য রতন ।। কেহ

কেহ ধরিয়াছে রতন অলঙ্কার । কথন কি বাঞ্ছাহয় শ্রীমতীরাধার ।। বীণা বাঁশী কার করে যন্ত্রসুবাজনা ।। সঙ্গিতে নিপুণা কেহ কেহ বা নাচনী ।। আজ্ঞা হৈলেপরে নৃত্য গীত বাদ্য করে । এহেতু সম্মুখে তারা আছে যোড়করে ।খেলনীয় বস্তু লয়ে আছেকোনজন ।। কি জানি খেলিতে মন হয় বা কথন ।। মধুহস্তে করি তথা কেহ কেহ আছে । সুধর্ম্ম্যাসুপাত্র লয়ে কেহ রহি আছে ।। নানাবিধ বেশ বস্ত্র কেহবা লইয়া ।। কেহ আছে পাদপীঠ হাতেতে করিয়া । স্তুতি পাঠ করে চারি২ পাশে ।। এই রূপে লক্ষগোপী রহিয়াছে কাছে ।। ইহা ভিন্ন অন্য কত অন্য দিগে আছে ।। বহি দ্বারে কোটি২ আছে গোপ নারী ।। শ্রীমতীর পুরের হইয়া রক্ষাকারি ।। ষোড়শ বষিয়া গোপী সবে মনোরমা । মনোহর বেশধরা নাহিক উপমা ।। দ্বিজ কহে সামান্য ভেবনা গোপীগণে । সৃষ্টি কালে রাধাঅঙ্গে জন্মে সর্ব্বজনে ।।

অথ রাধা পুরে প্রবেশিতে শ্রীকৃষ্ণকে
বারণ ও শ্রীকৃষ্ণের স্থানান্তরে গমন ।।

ত্রিপদী ।। একপেতে গোপীগণ তথাছিল যতজন, রাধা বাক্য করিতে পালন । যাইতে রাধার ঘরে মানা কৈল্লা নটবরে শুনি হরি রহিলা তথন ।। দ্বারে রহে প্রাণপতি তাহা দেখি রাধাসতী পুনরপি বলেন বচন হে কৃষ্ণ বিরজা কান্ত আমার আখির অন্ত দাড়াইওনা

করহ গমন ॥ ওহে নাথ শশিকলে পদ্মাবতী হে সুশী লে মাধবী গো প্রিয় সহচরী। নিবরহ এধৃ ত্তরে কি কা কায আমার পুরে আমিনহি বিরজাসুন্দরী। এত যদি রাধাময়; তবেত যে সখিচয়; কৃষ্ণেকহে করিয়া বিনয় হীত তথ্য নীতিসার; সময় উচিত আর; যাহাতে ক্রো ধের সাম্যহয় ॥ কেহবলে ওহে হরি; অণেক উপেক্ষা করি স্থানান্তরে করহ গমন ॥ ঘুচিলে রাধার মান; আ মি গিয়া তব স্থান ডাকিয়া আনিব ততক্ষণ। কেহবলে প্রীতকরি ক্ষণকাল যাহ হরি গৃহান্তরে তুমি হে এখন ॥ তোমারি বঞ্চিতা প্যারিঃ তোমাবিনা হে মুরারীঃ কারে আর বলিবে বচন ॥ শেষে কহে কোন জন ক্ষণ যাহ বৃন্দাবন মানান্ত অবধি নটবর। কেহ পরিহাসে কয় শুনহে কামুক রায় ভক্তি ভাবে মান ভঙ্গ কর ॥ কেহ বা সম্মুখে আসি কহে ঘন হাসিং মানিনরী নিকটেতে যাও অধিক কি কব আমি যেভাবেতে পার তুমি মান ভঙ্গ করিয়া উঠাও ॥ হেনকালে আসি পুনঃ প্রিয়তমা সখী কোন, মাধবেরে নিবারণ। সহজে জগতপতি সদানন্দ স্বচ্ছমতি ক্রোধহীন সহাস্যবদন ॥ শুনিয়া সখীরব ণী সেইক্ষণে চক্রপাণি গৃহান্তরে করেন গমন ॥ দ্বিজবর কহে পুনঃ তদন্তে সকলে শুন শ্রীদামে লইয়া বিবরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গৃহান্তর গমনে শ্রীদামের ক্রোধ
ও শ্রীদামের প্রতি শ্রীমতীর অভিশাপ ॥

পয়ার ॥ বারিত হইয়া কৃষ্ণ গোপীর বারণে। গৃহা
ন্তরে গমন করেন ততক্ষণে ॥ কৃষ্ণের গমনে তবে শ্রীদা
ম রুষিল। শ্রীমতীর প্রতি কিছু কহিতে লাগিল ॥ ক্রো
ধেতে কিশোরী ছিল আরক্ত লোচনী। শ্রীদাম আরক্ত
চক্ষে ক্রোধে কহে বাণী ॥ কেন গো জননী তুমি আমা
র ঈশ্বরে। কটুবাক্য কহ কিছু না ভাব অন্তরে ॥ আত্মা
রাম পূর্ণ কাম যেই ভগবান। বিড়ম্বনা কর তুমি একো
ন বিধান ॥ জাননা কাহার পাদ পদ্ম পূজা করি। হইয়া
ছে আপনি গো ত্রিদশ ঈশ্বরী ॥ দেবীতে প্রবরা তুমি
সেবা করি কার। না জানিয়া নিজমনে কর অহঙ্কার ॥
অবলীলা ক্রমে কৃষ্ণ চাহি ভুভঙ্গিতে। তবসমা কোটি
কোটি পারেন সৃজিতে ॥ বক্ষেতে বিষ্ণুরূপ সে আ
পনি। কমলা করয়ে সেবা দিবস রজনী ॥ ভক্তি ভাবে
সেবে দেবী হয়ে এক মন। কেশেতে মার্জনা করেন যুগ
ল চরণ ॥ কণ্ঠ পীযুষের স্তবে দেবী সরস্বতী। ভক্তি
করি যেইজনে সদা করে স্তুতি ॥ এহেন প্রভুরে তুমি
কহ কটূত্তর। জাননা যে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার ঈশ্বর ॥
রোষ ত্যজি শীঘ্র উঠ শুনহ বচন। ভক্তিভাবে ভজ
গিয়া শ্রীহরি চরণ ॥ শ্রীদামের এরূপ উল্লন কটূ
বাণী। শুনিয়া ক্রোধিতা হৈলা রাধা ঠাকুরাণী ॥ বা
হিরে আইলা দেবী ক্রোধেতে অমনি। স্ফুরদোষ্ঠা
মুক্তকেশী আরক্ত লোচনী ॥ শ্রীদামেরে কহে দেবী

নিষ্ঠুর উত্তর। ওরেব্রজলম্ব মহামূঢ লম্পট কিন্নর ॥ তুমিকি কেবল জান তোমার ঈশ্বরে। আমি কিছু নাহিজানি ভেবেছ অন্তরে ॥ তোমারি ঈশ্বর বক্ষ আমাদের নয়। এইকি আপন মনে জেনেছ নিশ্চয় ॥ওরেব্রজাধম তুমিজ্ঞানহীন অতি। জননী নিন্দিয়াকর জন্মকেরেস্তুতি। অসুরেরা নিন্দা যেন করে দেবতারে। সেই মত নিন্দা তুমি করহ আমারে ॥ অসুরী স্বভাব তোর ওরে মূঢমতি। অসুর হইয়া গিয়া জন্ম বসুমতি ॥ গোলোক হইতে তুমি করহে গমন।আমি তোরে অভিশাপ দিলাম এখন ॥ কে তোরে রাখিতে পারে ওরে দুরাশয়। অব্যর্থ আমার বাক্যজানিবে নিশ্চয় ॥ এতবলি রাসেশ্বরী গৃহেপ্রবেশিলা ॥ মৌনভাবে পুনরপি শয়ন করিলা ॥ নিকটেতে আছিল যতেক সখীগণ। দ্বিজ কহে করে তারা চামর ব্যজন ॥

অথ শ্রীমতিরপ্রতি শ্রীদামের অভিশাপ ॥

পয়ার ॥ শুনিয়া রাধার বাণী শ্রীদাম কোপিল। ক্রোধভরে ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল মহাক্রোধে শ্রীমতীরে অভিশপ্ত করে। ব্রজযোনিঃ প্রাপ্তা তুমি হবে ব্রজপুরে ॥ মানষী সমান কোপ তোমার দেহেতে। মানষী হইবেতুমি আমার শাপেতে।একথায় কদাচিত নাহিক সংশয়। অবস্য অম্বিকে হবে মানষী নিশ্চয়। মূঢমতি

বৈশ্যজাতি আয়াণ নামেতে। শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত হই
বে ব্রজেতে ॥ ভগব্রূপে খ্যাত হবে সেই বৃন্দাবনে।
তোমাকে আয়াণ পতি বলিবে ভুবনে ॥ আয়াণের
রাণীরূপে সেখানে রহিবে। পুনরপি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ
পাইবে ॥ কতদিন কৃষ্ণসঙ্গে করিবে বিহার। তদন্তরে
বিচ্ছেদ ঘটিব আর বার ॥ শত বর্ষাবধি কৃষ্ণ বিচ্ছেদ
রহিয়া। গোলোকে আসিবে পুন শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া ॥ এত
বলি প্রণমিয়া রাধার চরণে। কৃষ্ণের নিকটে গেল বিষা
দিত মনে ॥ শ্রীদাম কৃষ্ণের পদে প্রণাম করিয়া। যত
সমাচার কহে কান্দিয়া২ ॥ পূর্ব্বাপর শাপাশাপি সকল
কহিল। রাধিকার সহতারে যেরূপ হইল ॥ কহিয়া স
কল কথা করয়ে রোদন। দুইচক্ষে হয় ঘন বারি বরি
ষণ ॥ শ্রীদামের রোদন দেখিয়া নারায়ণ। আশ্বাসি
য়া কন তারে মধুর বচন ॥ খেদ নাহি কর যাহ ধরণী
উপর। অসুরের রাজা হয়ে জন্মিবে সত্বর ॥ ত্রিভুবনে
না পারিবে জিনিতে তোমারে। অজয় হইয়া সুখ ভুঞ্জি
বে সংসারে ॥ পঞ্চশত যুগাতীতে কালের উদয়ে। শি
বের শুলেতে তব সে দেহ ত্যজিবে ॥ আসিবে আমার
কাছে আশীষে আমার। যাহ তুমি ভূমিতলে ভয় নাহি
আর ॥ কৃষ্ণের মুখেতে শুনি এতেক বচন। কৃতাঞ্জলি
হয়ে কিছু করে নিবেদ ॥ আসুরীক দেহে আমি রব বহু
দিন। না করিহ কদাচিত তব ভক্তি হীন ॥ এত বলি কৃষ্ণ

পদে করিয়া প্রণাম। আশ্রমের বাহিরেতে গেলেন শ্রী
দাম॥ সেইসে অসুরবর শ্রীদাম সুমতি। শঙ্খচূড় নামে
সেই তুলশীর পতি॥ দ্বিজ কহে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা সাগর
ভক্তগণ রক্ষা হেতু সদতকাতর॥

অথ শ্রীদামের শাঁপে ভীতা হইয়া শ্রীমতী
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন ও রাধাকৃষ্ণের অবতার॥

পয়ার॥ শ্রীদামের গমনেতে শ্রীমতী তখন। বিষম
শাঁপের হেতু বিষাদিত মন॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী
উঠিয় সত্তর। শ্রীহরি নিকট যান সভয় অন্তর॥ ক্র
মেতে শাপের কথা সকল কহিয়া। রোদন করেন দেবী
শোকেতে মোহিয়া॥ কাতরে কহেন রাধে হরির চর
ণে। মানুষী হইয়া যদি জন্মিব ভুবনে॥ তোমাবিনা কি
রূপেতে ধরিব পরাণ। ক্ষণেক বিচ্ছেদে নাথ শতযুগ
জ্ঞান॥ এতবলি কমলিনী করেন ক্রন্দন। কহিছেন হরি
তবে আশ্বাস বচন॥ শোকাতরা দেখি হরি প্রিয়া রাধি
কায়। মধুর বচনে প্রভু বঝান তাহায়॥ বিচ্ছেদের
ভয়ে প্রিয়ে নাহও কাতর। তব সহ যাবআমি অবনী
ভিতর॥ হরি কহিলেন যদি এতেক বচন। সানন্দিত
হৈল তবে রাধিকার মন॥ হরিরসহিতে রাধা আনন্দি
ত মনে। হইলেন অবতার আসি বৃন্দাবনে॥ বৃষভানু
ঘরেতে জন্মিল কমলিনী। শ্রীদামের শাঁপহেতু আয়াণ

গৃহিণী ॥ রাধাহেতু হরিচন্দ্র হন অবতার । গোপবেশে রাধাসহ করেন বিহার ॥ অধিকন্তু বিধাতার প্রার্থনা আছিল । ভারাবতারণ হেতু তাহাও হইল ॥ এ সব কর্ম্ম ক্রমে সমাপণ করি ॥ পুন গোলোকেতে যান গোলকের হরি ॥ ❀ ॥ ব্যাস কন মুনিগণঃ হরিচন্দ্র যে কারণ; অবতার শুনিলে আখ্যান । বৃন্দাবন মাঝে হরি; পূর্ণরূপে অবতরি; বেদবিধি পুরাণে প্রমাণ ॥ তথাপি মানুষ্য লীলঃ কত মতে কত খেলা; কে করিতে পারে সে বর্ণন । শাস্ত্রে যা দেখিতে পাই; কিছু২ বলি তাই; পুরাণীয় কথা পুরাতন ॥ পুন২ ঋষিগণ; পুনরপি ত্রিলোচন নারদেরে কহেন যেরূপ ॥ জনমিয়া বৃন্দাবনে; রাধা হরি দুইজনে; গোপনে বিহার অপরূপ ॥ দুর্গাপ্রসাদের বাণী রাধাকৃষ্ণ এক জানিঃ প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মময় । এই করি অভিলাষ; পুরাও আমার আশ; অন্তে দেহ পাদপদ্মদ্বয় ।

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ বিবাহ প্রকরণ ও নন্দ হরি কোলে লইয়া ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করেন ।

পয়ার ॥ একদিন বন্দাবনে নন্দ মহাশয় । কোলেতে লইয়া সুখে শ্রীকৃষ্ণ তনয় ॥ বৃন্দাবন উপবনে ভাণ্ডীর কাননে । গোধন চারণ করি আনন্দিত মনে ॥ তদন্তরে সরোবরে গিয়া মতিমান । করাইয়া গোবৎসেরে স্বাদুজল পান ॥ বালকেরে জল পান করাইয় পরে । আপনি করিয়া পান সহৃষ্ট অন্তরে ॥ বসিলেন বট মূলে বিশ্রা

ম্ব কারণ। হেনকালে দেখে তথা আশ্চর্য্য ঘটন ॥ মায়া
বিমানুষ হরি বসিয়া কোলেতে। পাতিলা বিষম মায়া
দেখিতেং ॥ আচম্বিতে আকাশেতে মেঘের উদয়। ঝন
ঝনা বাত বজ্রাঘাত ঘোর শব্দ হয় ॥ দুরং শব্দে মেঘ
করয়ে গর্জ্জন। স্থুলাকার বারিধারা হয় বরিষণ ॥ বৃক্ষ
গণ কম্পিত হইল মহাঝড়ে। বড়ং বৃক্ষশাখা ভগ্ন হয়ে
পড়ে ॥ দেখিয়া নন্দের মনে উপজিল ভয়। কি করিব
কি হইবে ভাবেন উপায় ॥ নন্দ বলে এ সময়ে গোবৎ
স ত্যজিয়া। গৃহেতে যাইব আমি কেমন করিয়া ॥ গৃহে
যদি নাই যাই বালকের কি হবে। উভয় শঙ্কট হৈল
কেমনে ঘুচিবে ॥ এইরূপে নন্দঘোষ ভাবিয়া আকুল।
কোনমতে কোন দিগে নাহি পান কুল ॥ হেনকালে
কৃষ্ণচন্দ্র মায়া বাড়াইল। নিজে ভয়েশ্বর হয়ে ভয়েতে
ভাসিল ॥ দুহাতে জড়ায়ে ধরি পিতার গলেতে।
মহাভয়ে নরহরি লাগিলা কান্দিতে ॥ তাহা দেখি
নন্দঘোষ ভাবেন অপার। দ্বিজ কহে তদন্তরে ভাবার্থ
প্রচার ॥ গোকুলেতে আছিলেন রাধা ঠাকুরাণী। অক
স্মাৎ হৈল তার আকুল পরাণী ॥ সর্ব্ব অন্তর্যামি রাধা
জানিলা কারণ। কৃষ্ণসহ মিলনের দিন শুভক্ষণ ॥
এতেক ভাবিয়া মনে পূর্ব্বভাব স্মরি গোলোকের যেরূপ
ছিল সেইরূপ ধরি ॥ যেখানে যান নন্দ কোলে লয়ে
হরি। সেইখানে চলিলেন রাধিকা সুন্দরী ॥

অথ ভাণ্ডীর বনে রাধিকার আগমন ॥

পয়ার ॥ তদন্তরে হরির নিকটে হরিপ্রিয়া। উত্তরি
ল ধিরে২ সময় পাইয়া ॥ নির্জনে তাহারে হেরি নন্দ
মহাশয়। আশ্চর্য্য মানিয়া হৈল পরম বিস্ময় ॥ শ্রীম
তীর রূপ দশদিক আলো করে। শ্রীঅঙ্গের তেজে কো
টিচন্দ্র তেজহরে ॥ ঈশ্বরী জানিয়া তারে শ্রীনন্দ তথন।
ভক্তিভাবে প্রণমিয়া করে নিবেদন। পদ্মমুনি মুখে আ
মি জানিয়াছি স্থির। কমলা অধিক তুমি প্রিয়া শ্রীহরি
র ॥ এই যে বালক ময় বিষ্ণু অবতার। পরম নির্গুণা
চ্যুত অচিন্ত আকার ॥ জানিয়া সকলতত্ত্ব নাহি থাকে
স্মৃত। আমি যে মানব বিষ্ণু মায়া বিমোহিত ॥ এত
বলি বৃজরাজ করে বহুস্তুতি। শুনিয়া তাহার বাণী বলে
ন শ্রীমতী ॥ শুন২ সাবধানে ওহে মহাশয়। দেখ যে
ন এই কথা প্রকাশ না হয় ॥ আমার এরূপ রূপ এবৃজ
মণ্ডলে। পাইলে দর্শন তুমি বহুজন্মফলে ॥ বিফল
নাহয় কভু দর্শন আমার। অতএব বরমাগ যে বাঞ্ছা
তোমার ॥ রাধার বচন শুনি বৃজপতি কয়। দয়াকরি
বর যদি দিবেগো আময় ॥ অন্য কোনবরে মম নাহি
প্রয়োজন। তোমাদের উভয়ের পদে রহে মন ॥ উভয়
চরণে ভক্তি দৃঢ়করি আশ। উভয়ের নিকটেতে দেহ
মমবাস ॥ ইহাভিন্ন অন্যকিছুবর নাহি চাই। শুনিয়া
তথাস্তুবাণী বলিলেন রাই ॥ রাইবলে বর আমি দিলা

ম এক্ষণে। হইবে সুদৃঢ় ভক্তি তোমার মননে ॥ পরে তে মানবদেহ ত্যজিবে যখন। অনায়াশে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ দ্বিজ কহে রাসেশ্বরী দয়া প্রকাশিয়া। পুরাও শিশুর আশা অপাঙ্গে হেরিয়া ॥

অথ শ্রীমতী শ্রীহরি লইয়া গমন ও রাসমঞ্চ দর্শন।

পয়ার। এই বর উক্তি করি নন্দেরে শ্রীমতী। শ্রীকৃষ্ণে আপনবক্ষে লইলেন সতী ॥ ব্যাসকৃত ভাবার্থে শুনহ মুনিগণ। কৃষ্ণেরে লইয়া দেবী যে ভাবে তখন ॥ গোবৎস বালক লয়ে নন্দমহামতি। ব্যস্তচিত্ত অতিশয় দেখিয়া শ্রীমতী ॥ নন্দালয়ে যশোদার নিকটেতে দিতে। নন্দক্রোড় হৈতে কৃষ্ণে লইলা কোড়েতে ॥ নন্দ আনন্দিত মনে দিয়া রাধাস্থানে। আপনি রহিলা তথা গোধন চারণে ॥ শ্রীমতী লইয়া কৃষ্ণে চলেন তখন। নন্দালয় অভিমুখে করেন গমন ॥ এইরূপে কতদূরে যাইতে২। কামাকৃষ্ট অঙ্গ হৈল কৃষ্ণ পরশেতে ॥ বহু দিন পরে সতী নিজপতি পেয়ে। আলিঙ্গন করে ঘন বাহু পশারিয়ে ॥ পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ চুম্ব আলিঙ্গনে। গোলোকের রাসমঞ্চ হইল স্মরণে ॥ স্মরণ করিতে রাধা দেখে আচম্বিত। রত্নময় রাসমঞ্চ সমঞ্চ সহিত ॥ কিকব তাহার শোভা প্রভা সুপ্রবল। শত২ রত্নকলশেতে সমুজ্জ্বল ॥ নানাবিধ বিভূষিত বস্ত্রে বিভূষণ। উড়িছে পতাকা তাহে অতি সুশোভন ॥ মণিমুক্তা মাণিক্যাদি মালা থরে থরে। রত্নায়

দর্পণেতে কিবা দীপ্ত করে ॥ সপ্তসোপাণ সুবিধান মঞ্চে বিরাজিত । অঙ্কুষ আকার মণিগণেতে মণ্ডিত ॥ মঞ্চের বাহিরে পুষ্পোদ্যান মনোহর । প্রস্ফুটিত পুষ্পোপরে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ এসব দেখিয়া প্যারী হয়ে হরষিত । মঞ্চের ভিতরে গিয়া প্রবেশে ত্বরিত ॥ তথায় আছয়ে খাদ্য দ্রব্য সমুদয় । নানাবিধ পরিপূর্ণ নানা স্থানে রয় ॥ রত্নভাণ্ডে সুবাসিত সুশীতল জল । সুধা মধু পূর্ণ রত্নভাণ্ড স্থলেস্থল ॥ তাম্বূল প্রস্তুত আছে কর্পূর বাসিত । পারপাটি বাটি২ সুগন্ধ পূর্ণিত ॥ দেখিয়া রাধার মনে আনন্দ অপার । দ্বিজ কহে তদন্তে শুনহ সমাচার ॥

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবন রূপ দর্শন ॥

পয়ার ॥ মঞ্চের ভিতরে প্যারী হেরেন তখন । পুষ্প শয্যা পরে স্থিত পুরুষ রতন ॥ শয়নে আছেন সুখে সর্ব্ব সুখময় । কি কব সে রূপ রূপ অতি উপাদেয় ॥ কিশোর বয়স কিবা রূপ মনোহর । অতিশয় কমনীয় শ্যাম কলেবর ॥ কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য সুন্দর । চন্দনে ভূষিত অঙ্গ অতি শোভাকর ॥ পীতবস্ত্র পরিধান প্রসন্ন নয়ন । সুমধুর হাস্যমুখ শুধাংশু বদন ॥ নবিন যৌবন রূপ পুষ্পশয্যা পরে । কোলেতে বালক নাই দেখে তদন্তরে ॥ সর্ব্বশক্তি স্বরূপা সে রাধা ঠাকুরাণী । তথাপি বিস্ময়াপন্ন চমৎকার মানি ॥ শুন২ ইত্যাদি ॥

অথ শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা ॥

লঘুত্রিপদী ।। কৃষ্ণের ইচ্ছায়ঃ বিধাতা তথায়ঃ উপনীত হইলা আসি । কমণ্ডলু মালাঃ করেতে উজ্জলাঃ চতুর্মুখে মৃদুহাসি ।। আসিয়া ত্বরায় শ্রীহরির পায়ঃ বিধাতা প্রণাম করি । আগেমুক্তাস্তুতিঃ করিয়া সুমতি পুনঃ প্রণমিয়া হরি । রাধার কাছেতেঃ যাইয়া ত্বরিতে প্রণাম মায়ের পায় । করিয়া ভকতিঃ আগমোক্ত স্তুতি আনন্দে করেন তায় ।। ব্রহ্মার স্তবনেঃ তুষ্টহয়ে মনেঃ বলেন শ্রীমতী সতী । লহবাছা বরঃ যে বাঞ্ছা তোমারঃ দিব তাহা শীঘ্রগতি ।। শুনিহংসাসনঃ বলেন তখনঃ শুনসতী আদ্যাশক্তি । না চাহি সম্পদেঃ তোমাদের পদেঃ দেহমা সুদৃঢ় ভক্তি ।। রাধিকা শুনিয়াঃ তথাস্তুবলিয়া বলেন বিধিরে পুণ । কৃতকার্য্য সারিঃ যাহ ত্বরাকরিঃ বিলম্বেতে নাহি । গুণ কহে দ্বিজবরঃ বিধি পেয়ে বর আনন্দিত হয়ে মনে । বিবাহ বিহিতঃ করেন ত্বরিতঃ রাধা কৃষ্ণ দুইজনে ।।

অথ রাধাকৃষ্ণর বিবাহ ।।

তদা ব্রহ্ম রয়োমধ্যে প্রজ্জল্যচ হুতাসন । হরিঃ সংস্কৃত্য হবনং চকার বিধিতো বিধি । উত্থায় শয়নাৎ কৃষ্ণোপবেসস্য বহ্নি সন্নিধৌ । ব্রহ্মণোক্তেন বিধিন চকার হবনং স্বয়ং । প্রণমস্য হরিং রাধাং বেদ নাং জনক স্বয়ং । তাঞ্চ তৎকারুয়া মাস শপ্তধাচ প্রদক্ষিণং । পুণ মহ্য পুনঃ কৃষ্ণং বাসয়া মাস তাং বিধিঃ । তন্যাতস্তপঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণং গ্রাহয়া স্নান সদ্বিধিঃ। বেদোক্ত সপ্তমন্ত্রাংশ্চ
পাঠয়ামাস মাধবং। সংস্থাপ্য রাধিকা হস্তং হরেব
ক্ষসি বেদবিৎ। শ্রীকৃষ্ণ হস্তং রাধায়াঃপৃষ্ঠদেশে প্রজাপ
তিঃ। স্থাপয়িত্বাচ মন্ত্রাস্ত্রীণ পাঠয়ামাস রাধিকাং।
পারিজাত প্রসূনানাং মালা স্নানাম্লানবিতাং শ্রীকৃষ্ণস্য
গলে ব্রহ্ম রাধাদ্বারা দদৌ মুদা। রাধাগলে হরি দ্বারা
দদৌ মালাং মনোরমাং। পুনশ্চ বাসয়া মাসং শ্রীহ
রিঃ কমলোদ্ভবঃ তদ্বাম পার্শ্বে রাধাঞ্চ সাস্মিতাং হরি
চেতসং। পুটাঞ্জলীং কারয়িত্ব মাকবং রাধিকা বিধিঃ।
পাঠয়ামাস বেদোক্তান পঞ্চমন্ত্রাংশ্চ নারদ। প্রণমস্য
পুনঃকৃষ্ণ সমাপ্য রাধিকাং বিধিঃ। কন্যক ঞ্চ যথা তা
তো ভক্ত্যাতাস্তৌহরেঃপূর। এতস্মিনন্তরে দেবাঃ সানন্দ
পুলকোদ্গমঃ। দুন্দুভি বাদয়ামাস বানক মুরজাদিকং
পারিজাত প্রসূনানাং পুষ্পাবৃষ্টিং চকারহ যশুগন্ধর্ব্বপ্রব
রা ন নৃত্তুশ্চাপ্সরোগণা। তুষ্টাব শ্রীহরিং ব্রহ্মা তমবা
চচ সস্মিতঃ। যুবয়োশ্চরণাম্ভোজে; ভক্তিমে দেহি দক্ষি
ণাং। ব্রহ্মাণো বচন শ্রুত্বা তমবাচ হরিঃ স্বয়ং। মদীয়
চরণাম্ভোজে সুদৃঢ় ভক্তি রস্তুতে। স্বস্থানং গচ্ছ ভদ্রন্তু
ভবিতা নাত্র সংশয়। ঈশ্বরস্য বচশ্রুত্বা বিধায় জগতাং
মনে। প্রণম্যং রাধা কৃষ্ণ জগাম স্বালয় মুদা ॥

অস্যার্থ ॥ বেদ বিধি মতে তবে বিধাতা তখন।
অগ্নিশুচি করিয়া জ্বালিল হুতাশন॥ আদ্যসংস্কার করি

কুশণ্ডিকা করিয়া জ্বালিলা হুতাশন ॥ আজ্যসংস্কার করি করিলেন হোম। যেইমত বিবাহেতে বিহিত নিয়ম ॥ তবে পুষ্পশয্যা হৈতে উঠি নারায়ণ। অগ্নির নিকটে আসি বসিত তক্ষণ ॥ বিধির দর্শিত বিধি আচরণ করি। করিলেন হোমকর্ম্ম সমাপণ হরি। সে বিবাহে বিধাতা লইল সর্ব্বভার। কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তা পোরহিতা আর ॥ তিনকর্ম্ম সমাধা করেন হংসাসন। কন্যাকর্ত্তা রূপে কন্যা আনেন তখন ॥ ব্রহ্মার আদেশে তবে আসিয়া শ্রীমতী। শ্রীহরির চরণেতে করেন প্রণতি ॥ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করি তদন্তরে। পুনর্ব্বাপি প্রণাম করিল হরিবরে ॥ আপনারে কমলিনী কৈল সম্প্রদান। আপনি আপন দানে সফল বিধান ॥ তবে বিধি বরকন্যা উঠায়ে দুজন। বরের বামেতে কন্যা করেন স্থাপন ॥ বরকে কন্যার পাণী গ্রহণ করান। বেদোক্তেতে সপ্ত মন্ত্র বরেরে পড়ান ॥ তদন্তে কন্যার হস্ত বরবক্ষে থুয়ে বরহস্ত কন্যা পৃষ্ঠদেশেতে রাখিয়ে। তিনমন্ত্র কন্যাকে পড়ান প্রজাপতি। তার পরে মালাবদলের অনুমতি ॥ পারিজাত পুষ্পমালা লইয়া তখন। কন্যাহাতে বরগলে করান অর্পণ ॥ পুনরপি বরহাতে মালা মনোরম। দেওয়াইলা কন্যাগলে যেমন নিয়ম ॥ কন্যারে বরের বামে রাখি আরবার। বর প্রতি কৃতাঞ্জলি করায়ে কন্যার ॥ পুন

র্ব্বার পঞ্চমন্ত্র পড়ায়ে কন্যায়। আপনি করেন ব্রহ্মা বিহিতঃবিধায় ॥ পিতা যেন কন্যা করে বরে সমর্পণ। বিধাত রাধাকে কৈলা কৃষ্ণেতে অর্পণ ॥ ভক্তিভাবে প্রজাপতি করেন স্তবন। হেনকালে স্বর্গে থাকি যতসুর গণ ॥ অনেক দুন্দুভী আর মুরুজাপ্রভৃতি। বাদ্য করে অনিবার আনন্দিত মতি ॥ পারিজাত পুষ্পবৃষ্টিকরে পুরন্দর। গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপসর ॥ এথা নেতে বিধিস্তুতি করিয়া বিস্তর। দক্ষিণা যাচেন রাধা কৃষ্ণের গোচর ॥ বিধিবলে ধন কড়ি কিছুই নাচাই। উভয়ের পদেযেন দৃঢভক্তি পাই ॥ তোমাদের উভয়ের যুগল চরণে। অচলা হইয়া ভক্তি থাকে মনেই ॥ শুনিয়া বিধির বাণী শ্রীহরি তখন। তথাস্তু বলিয়া পরে বলেন বচন ॥ মদীয় চরণাম্ভোজে সদৃঢ ভকতি। অবস্য হইবেতব শুনপ্রজাপতি ॥ যেকর্ম্মে আইলা তাহা হৈল সমাধান। এক্ষণে স্বস্থানে তুমি করহ প্রস্থান ॥ শুনিবিধি রাধাকৃষ্ণ পদে প্রণমিয়ে। স্বস্থানে গমনকৈল আনন্দিত হয়ে ॥ ব্যাস কন রাধাকৃষ্ণ বিবাহ কথন। ভক্তিভাবে যইজন কর্য়ে শ্রবণ ॥ পুনর্ব্বার ভবে তারে আসিতে নাহয় ॥ দ্বিজ কহে পর্ব্তকর শিশুর আশয় ॥

অথ বিবাহান্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥

গতে ব্রহ্মণ নারাধা সস্মিতা বক্রলোচন। দশ৭২ হরেবক্ত মাচ্ছাদ্যব্রীডয়া মুখ৭। পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গী

কামবাণ প্রপীড়িতা। প্রণম্য শ্রীহরিং ভক্ত্যা জগাম শয়নং হরেঃ। চন্দনাগুরু পঙ্কঞ্চ কস্তুরী কুঙ্কুমান্বিতং। ললাটে তিলকং দত্ত্বা দদৌ কৃষ্ণস্য বক্ষসি। সুধাপূর্ণং রত্নপাত্রং মধুপূর্ণংমনোহরং। প্রদদৌ হরয়ে ভক্ত্যা বুভুজে জগতাংপতি। তাম্বুলঞ্চবরং রম্য কর্পূরাদি সুবাসিতং। দদৌ কৃষ্ণায় সারাঞ্চ সাদরং বুভুজে হরি চর্থাদ সস্মিতা রাধা হরিদত্তং সুধাংমধুং। তাম্বুলং তেন দত্তঞ্চ বুভুজে পুরতোহরে। করেধৃত্বাচ তাং কৃষ্ণ স্থাপয়িমাং সবক্ষসি। শৃঙ্গারাষ্ট বিধংকৃষ্ণ শ্চকার কামশাস্ত্রবৎ॥

অস্যভাষা ॥ বিধাতা বিবাহ দিয়ে করিল গমন। আনন্দেতে শ্রীমতির সুহাস্য বদন ॥ বক্র চক্ষে হরিমুখ হেরি বার২। লজ্জিতা হইয়া মুখঢাকি আপনার ॥ কামবাণে প্রপীড়িতা পুলোকিত কায়। ভক্তিভাবে প্রণমিয়া শ্রীহরিরপায় ॥ ধিরে২ শয্যাকাছে করিয়া গমন কুসুমাদি হরি অঙ্গে করেন লেপন ॥ সুতিলক সুখেদিয়া হরির কপালে। সুধামধু পুর্ণপাত্র দেনকুতুহলে ॥ রাধা দত্তসুধামধু লইয়া তখন। ভোজন করিলা সুখে শ্রীমধুসদন ॥ তবেরাধাসুবাসিত কর্পুরাদিপূর্ণ। হরিহাতেতাম্বুল তুলিয়াদিল তূর্ণ ॥ তাহাহরিসমাদরেকরিয়া ভোজন। ঐসব দ্রব্যহরি লইয়াতখন ॥ সহস্তেরাধারে দেন হরষিত মনে। রাধা তাহা খাইলেন লজ্জিত বদনে ॥

তদন্তে রাধারে হরিলয়ে বক্ষস্থলে। অষ্টবিধবিহার করিলা অন্তহলে ॥ দিজ কহে রাধাহরি চরণযুগলে। মত্তরে মধুপমনমধুপানভোলে ॥

অথবিহারান্তে শ্রীহরি বালকরূপ হইলেন।

ওশ্রীমতী কোলে লইয়া যশোদার নিকটেদেন। বভূব শিশুরূপঃ সকৈশোরঞ্চ বিহায়চ। দদর্শ বালকং রাধা রুদন্তং পীড়িতংক্ষুধা। যাদৃশং প্রদদৌ নন্দ ভীরুতা দশমচুতং। তাদৃশংবৃন্দাবনে দৃধা জগাম নন্দ মন্দিরং। যশোদায়ৈ শিশুং দাতমৃদ্যতা সেতাবাচহ। গৃহীত্ত্বৈবং শিশুস্থূলং রুদন্তঞ্চ ক্ষুধ তরং। গোষ্ঠে তৎ স্বামীনা দত্ত প্রাপ্তাতি যাতন ময়া। সংসিকৃতং বসনং বৃষ্টে মেঘাছান্নে ভিদ্ দনো॥পিচ্ছলে দুর্গ মেদেকেযশদেবচ মক্ষমা গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্বা প্রবোধয়। গৃহং চিরং পরিত্যক্তংযা ম ষ্টসুখং সতা। ইত্যকৃতা বালবং দত্বা জগাম স্বতাহংসতী। যশোদাবালকংনিত্বা চুচুম্বচস্তনং দদৌ। অন্যভাষা। বিহারান্তে যুব রূপ ত্যজি ততক্ষণ পুনরপিশিশু রূপ হৈল নারায়ণ ॥ রাধিকাদেখেননন্দ দিলেনযেরূপ। ক্রোন্দিতক্ষুদিতভীত বালক সেরূপ॥ তবে তশ্রীমতীসেইশিশু হরিলয়ে। চলিলেন দ্রুতগতি নন্দে রালয়ে ॥ ক্ষণমাত্রে উপনীত নন্দের ভবন। যশোদার কোলেশিশু করেনঅর্পণ ॥ যখন শ্রীহরিদেন যশোদার কোলে। শ্রীমতীবলেন কিছু সুমধুর বোলে। শুন গো

যশোদাতবস্বামী মহাশয় ॥ গোষ্ঠেতে দিলেন মোরে তোমারতনয় ॥ আনিতে পথেতে বড়দুঃখ পাইয়াছি। কহিতে না পারি তাহা যেরূপে এনেছি ॥ মেঘাচ্ছন্ন ঘোর পথ পিচ্ছিল বৃষ্টিতে। আমিকি গোপারি শিশু বহিয়া আনিতে। এইদেখ বৃষ্টিতে বসন ভিজেগেছে। নাপারি কহিতে পথেযে দুঃখ হয়েছে ॥ এই লহশিশু স্তন দিয়াশান্ত করা বৈসগো যশোদা আমি যাইবসত্তর গৃহেহৈতে আসিয়াছি আমি বহুক্ষণ। গৃহে যাইবৈস সতিলইয়া নন্দন ॥ এতবলি কমলিনী নিজ গৃহেগেল যশোদা ধাইয়া কৃষ্ণে কোলেতেলইল ॥ চুম্ব দিয়ানন্দ রাণী স্তন দিলমুখে। শ্রীহরি মায়ের কোলে বশিলেন সুখে ॥ শুন ইত্যাদি ॥

ত্রিপদী ॥ ব্যাস কন মুনি গণেঃ তদবধি বৃন্দাবনেঃ রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন। উভয়ত প্রমাবেশেঃ নিত্য লীলা নবরসেঃ কতকব তাহারকথন ॥ কিঞ্চিত২ তারপূর্ব্বেতে বলেছি সারঃআরকিশুনিতে বাঞ্ছাকর। শুনি মুনি গণ কয়, যে কহিলে মহাশয় তৃপ্ত হৈল সবার অন্তর ॥ কিন্তু এক নিবেদনঃ মুক্তাবন বিবরণঃ পূর্ব্বেতে যে কহিলা আপনি। রাধিকারে রোষ করিঃ মুক্তালতা সৃষ্টি করি মুক্তাফলাইলা চক্রপাণি ॥ যারস্থানে রাধাসতীঃ হয়ে ছিলা ব্যগ্রমতিঃ কৃষ্ণকত মায়াদেখাইলা। কহ কহ তপোধন কি হইল যেইবন পুন কিবা তাহাতে করিলা ॥

হাসিয়া কহেন ব্যাস;শুনহ তাহার ভাষ;মুক্তাবলিকথা সুধাধার। একদিনপূর্ণ মাসী;নিশিতে উদয় শশি;কৃষ্ণ বসিকুঞ্জে তরাধার॥ রাধিকা বসিয়া কাছে;চারিদিগে সখী আছে বসে প্রেম রসেতে আবেশ। হেন কালে নরহরি;রাধারে আদর করি;নজহাতেকরেদেনবেশ॥আচড়িয়া কেশজাল;বেন্ধেদিলানন্দলাল;সিন্দুরেশিমন্তকৈলা আল। পরে লয়ে অভরণ; পরাইলা নারায়ণ যেঅঙ্গে যেমন সাজেভাল॥ তারপরে আরবার হাতে লয়ে মুক্তা হার তুলে দিয়া রাধিকারগলে। সাজায়ে মোহিনী সাজ আপনি রসিকরাজ নিরখিয়া ভালভাল বলে। মুক্তা হারপরাইতেমুক্তাবনকথাচিতেউঠিয়ারাধারনামছিল মনের মানস যাহা প্রকাশ না করে তাহা ছি ছি বলি ছিঁড়িয়া ফেলিল॥ উপজিল অতি দুঃখ মলীন হইল মুখ ভাব দেখি বুঝিয়া শ্রীহরি। কারে কিছু নাবলিয়া মনে২ বিচারিয়া উঠিলেন রাধা হস্তে ধরি॥ সঙ্গে সহচরীগণ ভ্রমণ করিয়া বন; ক্রমেক্রমে গেল মুক্তা বনে। তাহাদেখি রাধাসতী অধিকন্তু মানবতী করি তাহা জানিলেন মনে॥ ধরিয়া রাধার হাতে তুষিয়া অনেক মতে মান তার করিয়া ভঞ্জন। মুক্তার অলঙ্কার মুক্তার গাথিয়া হার শ্রীমতীরে পরান তথন॥ যত সহচরী গণে মুক্তাময় অভরণে সাজাইয়া দিয়ে সেই ক্ষণে। আপনি সাজিয়া রঙ্গে রাধারে লইয়া সঙ্গে বসি

লেন রত্ন সিংহাসনে ॥ মরি কিযুগল রূপ ত্রিভুবনে সে অনুপ অপরূপ অতি মনোহর। যে রূপ দেখিতে সবে মহানন্দ মহোৎসবে মুক্তাবনে উরিল অমর ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে রাধাকৃষ্ণ পদতলে অধিনেরে দেহ এইবর শিশু নম হয়ে কৃষ্ণ চাহিয়া করুণা দৃষ্টে অশলে রাখহ নিরন্তর ॥ •

অথ রাধ কৃষ্ণের যুগল রূপ দর্শন ॥

চৌপদচ্ছন্দ ॥ কি শোভা সুন্দর কিশোরি কিশোর সিংহাসনোপর বসিল যোগে। চামরাদি ধরি চারু সহচরি চারি দিগে বেরী সেবা নিযোগে ॥ রূপ মনোহর শ্যাম কলেবর নব জলধর চাতক লোভা। শ্রীমতী বরণ তাহে সুঘটন জীমতে যেমন বিজলি শোভা ॥ শ্যাম শিরে পরে শিখিপুচ্ছ ধরে কতো শোভা করে তার ছটায়। রাধা শিরে বেণী জিনি কালফণি অঙ্গুলি নী মণি ভূষিতা তায় ॥ সুন্দর সিন্দুর বিন্দুর অরুণই ন্দর ফলক ভরে। কিশোরি কপাল করিয়াছে আল শ্যাম ভালে ভাল তিলকধরে ॥ শ্রীমুখ মণ্ডল উভয় উজ্জল নিলরক্তে ৎপলজিনিয়াছটা ॥ নয়ন যুগল তাহে সুপ্র বলাসম শতদল প্রফুল্লঘটা ॥ ভয়গ সমান কামের কৃপাণ কটাক্ষ সেবাণ যে জন প্রায়। যেন ফুলধনধরিয়া অতনু দোহার তনুহানিছেতায়। সুধাময় ভায় অধরে সহাস তলোকরে নাশ তড়িত জিনি। মুক্তাময় হার

মনা অলঙ্কার অঙ্গেতে দোহার ভূষিত মণি । পরিধান বামে শ্রীশ্রীনীবাসে নীল পীত বাসে সুন্দর সাজে। কি বাসে সুন্দর কটিতে ঘঙ্গর মধুর নপুর পদে বিরাজে॥ পাদ পদ্মতল দোহার যুগল সরকৃত উৎপল উজ্জ্বল হয় মরিকি সরঙ্গ হেরিয়া সে রঙ্গ ভকত মনো ভৃঙ্গ গুঞ্জরে তায় ॥ বৃন্দাবন মাঝে এরূপ বিরাজে দেখিবারে সাজে দেবতা সবে। বিধি আদি ভব বরুণ বাসব সঙ্গে যত দেব আইল তবে। আসি বৃন্দাবন বিধাতা তখন যুগল বরণ দর্শন করি। সহসুরগণে তুলসী চন্দনে পূজিয়া যতনে কিশোরি হরি ॥ পূজা সমর্পিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তবন করয়ে কহিব কত। রাধাকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া সদয় দেনবরত য় বাঞ্ছিত মত ॥ হেনমতে হরি; রাধা সঙ্গে করি; বঞ্চিলা সর্ব্বরীঃ বৃন্দাবনে। নিশি অবসানে; যে যার ভবনেঃ গেলা সর্ব্বজনেঃ সন্তোষ মনে। ব্যাসদেব কনঃ শুন মুনিগণ; হৈল বৃন্দাবন; বিহার স্থান। পুনইচ্ছা ময়ঃ ইচ্ছা যবে হয় সহ সখী চয়ঃ তথায় যান। নিধুআদি বনঃ নিকুঞ্জ কাননঃ বিহারের স্থানঃ কৃষ্ণের যত। তাহাতে প্রাধানঃ হইল গণনঃ স্থান বৃন্দাবনঃ মনের মত কিন্তু যবে হরি; গেলা মধুপুরীঃ সেবনসংহারিঃ করিলা বন। এতেক বচনঃ শুনিয়া তখনঃ যতঋষিগণ সন্তোষ মন ॥ এইগন্থসারঃ মুক্তির আধারঃ যে শুনে তাহারঃ কলুষনাশে। ধনপুত্র চয়ঃ ইহকালে হয়ঃ অন্তনিবসয়ঃ

বিষ্ণুর বসে যদি কোন জনঃ বধির কারণঃ করিতে শ্রবণঃ
অশক্ত হয় । করিয়া যতনঃ গৃহেতে স্থাপনঃ করিলে সে
জনঃ সেগতি পায় ॥ বন্ধ্যা আদি নারিঃ দৃঢ়ভক্তি করি
তিনপক্ষ ধরিঃশ্রবণ করে । পুত্রবতী হয়ঃ সৌভাগ্য উদ
য়ঃ হারা পতি পায়ঃ হরি বরে ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদেঃ মনে
র আহ্লাদেঃ রাধা কৃষ্ণ পদেঃ যাচয়ে সার । দিয়া পদ
তরীঃ হইয়া কাণ্ডারিঃ ভবঘোর বারিঃ করহ পার ॥

অথ গ্রন্থকারের পরিচয় ও ভাষা বিবরণ ।

পয়ার । কলিকাতা রাজধানী বিদিত সংসার পরগণে
মেদনমল্ল দক্ষিণে তাহার ॥ পশ্চিমবাহিনীর পূর্ব্ব অংশ
সে অদূরত । রামচন্দ্র পুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত ॥ সেই
গ্রামে নিবসতি বহু দিন হয় । শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতি
মহাশয় ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপারগ সুপণ্ডিতঅতি । শ্রীদুর্গা
প্রসাদদ্বিজ তাহার সন্ততি ॥ সর্ব্বশাস্ত্র ব্যবসায় করি
অকপটে । পুরাণ প্রসঙ্গ করি ভক্তের নিকটে ॥ সংস্কৃত
বুঝিতে সকলে হয় ভার । এইহেতু নিজমনে করিয়াবি
চার ॥ বহুবিধবুধসহ মন্ত্রণা করিয়া । সাধারণজনগণে
র হিতের লাগিয়া ॥ মুক্তালতাবলি ভাষা কৈনু রচন ।
অনায়াসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন ॥ পণ্ডিতের বোধ
হেতু কোন২ স্থান । যত্নকরি লিখিয়াছি মূলেরপ্রমাণ ॥
নীমভাগে ভাষাতার আছয়ে বিস্তার । হৃষ্টহয়ে দেখি

॥২১॥

বেন যে যাসনাযার ।। এইভিক্ষা চাই গুণিগণ সন্নিধানে রচনে যদ্যপি দোষ থাকে কোন স্থানে।। সেদোষ ত্যজিয়া কর গুণের গ্রহণ। হংসসম নীরত্যজি ক্ষীরের ভক্ষণ ।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মেঅসংখ্যপ্রণাম ।কটাক্ষ করিয়া পূর্ণকর মনস্কাম ।। শিশুমম হরেকৃষ্ণ শ্যামচরণেরে । নিরাপদ করিয়া রাখহ নিরন্তরে ।। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ করিল রচন। হরি২ বলসবে গ্রন্থ সমাপণ ।।

সমাপ্ত শ্চায়ং গ্রন্থঃ ।।